কল্যাণ গাথা

ডাক্তার শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত

কল্যাণ গাথা

ডাক্তার শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান—
'মন্দিরা'
বেলাবাগান, বৈদ্যনাথ-দেওঘর (বিহার)
— ও —
খিদিরপুর প্রেস
২০বি সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড,
খিদিরপুর, কলিকাতা

সূচীপত্র

কল্যাণ গাথা

ভৈরব (১)

মহাযোগী হে শিব সুন্দর !

তোমার চরণে নাথ, করি আমি প্রণিপাত, মুক্তিদাতা তুমি মহেশ্বর।

বৈরাগ্য শিখাতে নরে, ছাড়িয়া কৈলাস ধাম,

ভিক্ষাপাত্র করে ধরি ভ্রমিতেছ অবিরাম।

শ্মশানে মশানে থাক ভস্মরাশি গায়ে মাখ,

কটিতটে পরিয়াছ তুমি বাঘাম্বর।

চিদানন্দ ঘন তুমি ওহে মহাকাল,

ঘুচাইয়া দাও প্রভু মোর মায়াজাল।

মোর প্রতি কৃপা কর ভ্রান্তিতম মোর হর,

দেখাও স্বরূপ তব আনন্দ ভাস্কর।

যোগিয়া (২)

প্রভাত সমীরে আজি কাহার নূপুর বাজে ?

স্বরগের রথ হতে কে নামিল ধরামাঝে।

শ্রদ্ধার পল্লব শোভে যাদের মন্দিরে,

বাজিছে প্রাণের বীণা আগমনী সুরে,

এসেছেন মহামায়া সে ভক্তজন সমাজে।

ভকতি কুসুমগুলি করিয়া যতন,

ভক্তগণ করে তাঁর পদে নিবেদন।

পেতেছে আসন তারা হৃদয় কমল মাঝে।

ললিত (৩)

অরুণ আলোকে এল কি পুণ্যবারতা ?
আকাশে বাতাসে তাই এত চঞ্চলতা।
কাননে ফুটেছে ফুল গুঞ্জরিছে অলিকুল,
নীরব বিহগ কণ্ঠে এল মুখরতা।
আসিল কি শ্যামরায় আবার ফিরে ?
বাঁশী কি বাজিল পুনঃ যমুনা তীরে।
আবার কি যমুনায় উজান বহিয়া যায়,
নাচে গায় ব্রজবালা শ্যামে ঘিরি তথা।

রামকেলি (৪)

জপ হরিনাম সদা মন !
পতিতপাবন তিনি নিখিল জন তারণ।
হরি সত্য সনাতন হরি নিত্য নিরঞ্জন,
জগতের উপাদান আর নিমিত্ত কারণ।
হরি কর্ত্তা হরি ভোক্তা বোদ্ধা আর মন্তা,
সৃষ্টির অতীত হরি সৃষ্টির নিয়ন্তা।
তাঁরে যে ভজন করে ধন্য হয় সেই নরে,
সার্থক করে সে তার মানব জীবন।

কালাংড়া (৫)

প্রণমি তব চরণে নাথ ওহে জগত পতি !
তোমার পদে সকল সময় থাকে যেন মোর মতি।
অনিত্য সুখে হইয়া মত্ত থাকি না যেন বিষয়ে লিপ্ত,
বাসনা মলিন হইলে চিত্ত হয় অকিঞ্চন অতি।

দাও তব চরণে ভক্তি তব নামে দাও প্রীতি,
সকল সময়ে জপি তব নাম গাহি তব প্রেম গীতি।
তোমার চরণে পাইলে শরণ ঘুচে যাবে মোর জন্ম মরণ,
আসিবনা ফিরে আর এ সংসারে লভিব শাশ্বতী স্থিতি।

ভৈরবী (৬)

কবে দেখা দিবে দয়াময়।
কতদিনে মোর প্রতি হইবে সদয়।
আশার কুহক বশে তোমারে ভুলিয়া নাথ,
বার বার করিতেছি এ জগতে যাতায়াত।
এ কুহক ভেঙ্গে দাও করুণা নয়নে চাও,
দেখাও মূরতি তব আনন্দময়।
ঘুচে যাবে ভুল ভ্রান্তি আর শোক তাপ পাওয়া,
ঘুচে যাবে চিরতরে এ জগতে আসা যাওয়া
তোমারে নয়নে দেখি তব পদে মতি রাখি,
থাকি তোমার ভাবে সতত তন্ময়।

জৌনপুরী (৭)

কতই জীবন গেল আমার বিফলে কাটি।
করিনু পুতুল খেলা লয়ে ধূলা কাদামাটি।
অজ্ঞান আঁধারে থাকি সত্যকে দূরেতে রাখি,
মিথ্যারে এনেছি ডাকি ভাবিয়া তাহারে খাঁটি।
কতদিনে এ অজ্ঞান আঁধার দূরেতে যাবে,
বিবেকের আলো আসি অন্তরে মোর পৌঁছিবে।
জ্ঞানচক্ষু যাবে খুলি ঘুচিবে মায়ার ঠুলি,
মোহের বন্ধন মোর একেবারে যাবে টুটি।

আশোয়ারী (৮)

আমার আঁধার ঘরে কে প্রদীপ জ্বেলেদিল ?
নিবিড় তমসা মাঝে আলোক ফুটে উঠিল।
কোন অনাদি কাল হতে রহিয়াছি আঁধারেতে,
ভেবেঝিনু এই বুঝি মোর চির সাথী হ'ল।
কি শুভলগনে তুমি আমার ঘরেতে এলে,
নিভান প্রদীপ খানি আবার জ্বালিয়া দিলে।
প্রদীপের পুণ্যালোকে হেরিনু আমি তোমাকে,
আনন্দ হিল্লোলে মোর অন্তর নেচে উঠিল।

টোড়ী (৯)

প্রভু তুমি কি কল্পনা শুধু নহ বাস্তব ?
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যাহা কেবলি কি সত্য তাহা,
অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বলি তুমি অবাস্তব।
আকাশ কুসুম মত শুধুকি বাক্যেতে থাক,
বাক্যের অতীত তত্ত্ব তুমি কিছু নাহি রাখ ?
তবে ধ্যান যোগে ঋষিগণ কি করিল দরশন ?
শ্রুতি স্মৃতি যা বলিল সে কি মিথ্যা সব।
কতটুকু শক্তি ধরে মোদের ইন্দ্রিয়গণ,
পারেকি সকল তথ্য করিতে তারা গ্রহণ ?
রুদ্ধ গৃহে বসে থাকি ছিদ্র পথে দৃষ্টি রাখি,
বাহির বিশ্বের দেখা কভুকি সম্ভব।
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহ তাই তুমি নাই,
এ কথা মুখেতে বলা শুধু ধৃষ্টতাই।
মন বুদ্ধির অগোচর তোমার রূপ সুন্দর,
ভক্তিযুক্ত ধ্যান বিনা দেখা কি সম্ভব।

আলাহিয়া (১০)

প্রভাতে আমার দ্বারে কেবা আসিল ?
ভিক্ষাপাত্র করে ধরি ভিক্ষা মাগিল।
হেরিয়া তাহার রূপ সুন্দর অপরূপ,
প্রীতির স্পন্দনে মোর হৃদয় কাঁপিল।
ভিক্ষা চায় কিবা ভিক্ষা আমি দিতে পারি,
দৃষ্টি মাত্র লইয়াছে প্রাণ মন হরি।
মোরে যদি নিতে চায় দিব তুলি রাঙ্গা পায়,
প্রেমের বন্যাতে মোর সব ভাসিল।

বিভাষ (১১)

কবে তোমার চরণ ধূলি পড়িবে প্রভু আমার ঘরে ?
কুটীর মোর ধন্য হবে পুলকে পরাণ যাবে ভরে।
যত মোর আয়োজন করিব তোমায় নিবেদন,
আদর করি বসাব তোমায় আমার পূজার বেদীর পরে।
প্রতিদিন করিব সেবা তোমার প্রভু বিধিমতে,
রাখিব চরণ ধরি দিব না তোমায় কোথাও যেতে।
থাকিব আমি অহর্নিশি তোমার চরণ তলে বসি,
আর হেরিব তোমায় প্রভু আমার দুটি নয়ন ভরে।

বেলাওল (১২)

এখনো রয়েছে প্রভু মন্দিরের দ্বার খোলা।
প্রাঙ্গণেতে আবর্জ্জনা আর এত কাদাধূলা।
ভক্ত যারা এসেছিল পূজা সারি চলে গেল,
এখন নাই ধূপের গন্ধ নাহি প্রদীপ জ্বালা।

ভক্ত বিনা ভগবান কেমনে থাকিতে পারে,
বিগ্রহ রয়েছে শুধু দেবতা নাই আর মন্দিরে।
আবার এলে ভক্তগণ করিলে পূজার আয়োজন,
দেবতা আসিবে ফিরে বসিবে আনন্দ মেলা।

গান্ধারী (১৩)

কি খেলা খেলাও মোরে ওগো অন্তর্যামী ?
কভু অশ্রুজলে ভাসি কভু নাচি গাই আমি।
সাগরে তরীর মত দুলিতেছি অবিরত,
সুখ ও দুঃখ তরঙ্গে সতত দিবস যামী
কতদিনে এ খেলার বিরাম আনিয়া দিবে,
বিশ্রান্তির কূলে আসি জীবন তরী থামিবে।
মিথ্যা খেলা যাবে থামি শান্তির রাজ্যেতে নামি,
আনন্দ নগরী মাঝে স্থান দিও মোরে স্বামী।

ভীমপলশ্রী (১৪)

আশা পথ চেয়ে থাকিব।
তব প্রতীক্ষায় নাথ বসে রহিব।
জানি তুমি দয়াময় পতিত পাবন,
আর্ত্তসহায় আর অধম জন তারণ।
যখন সময় হবে নিশ্চয় তুমি আসিবে,
অবশ্য তোমার দেখা আমি পাইব।
পতিত অধম বলে দুঃখ নাহি পাই,
উচ্চনীচ তব কাছে প্রভেদ কিছুই নাই।
সমভাবে সবে হের সকলেরে কৃপা কর,
হৃদয়ের দ্বার তাই খুলে রাখিব।

মূলতান (১৫)

প্রভু তোমার চরণ তলে রাখিনু জীবন তরী।
নিশ্চিন্ত মনেতে রব তোমাতে নির্ভর করি।
ঝড় তুফানের ভয় কিছু না রাখিব মনের সুখেতে বসিয়া থাকিব,
জানি তুমি তারে নিয়ে যাবে পারে তুমি যে ভব কাণ্ডারী।
যতদিন আমি রাখি নাই তরী তোমার অভয় পায়,
কতই দুঃখের তরঙ্গ আসি লেগেছিল তার গায়।
কতই বিপদ ঝঞ্ঝাবাতে পড়ি ভেবেছিনু বুঝি ডুবে মরি,
আজি দুঃখ ভয় মনে নাহি রয় তুমি লয়েছ হরণ করি।

পূরবী (১৬)

কেন হেরিতেছি এই সংসার স্বপন।
কি কুহকে ঢাকা আছে বিবেক নয়ন।
কি মোহিনী মায়া ডোরে বাঁধিয়া রেখেছে মোরে,
গৃহধন পরিজন ভাবি সব আপন।
কতদিন এরা মোর নিকটে রবে,
একদিন সব ছাড়ি চলে যেতে হবে।
তবু কেন মন মাঝে তাদের চিন্তা বিরাজে,
কেন নাহি খোলে মোর বিবেক নয়ন।
কেন নাহি খুঁজি সেই পরমাত্ম ধন,
চির সাথী যাহা আর নিতান্ত আপন।
যার নাই নাশক্ষয় নিত্য সত্য অনাময়,
জগতের সার বস্তু অমূল্য রতন।

ইমন (১৭)

প্রণমি চরণে তব ওহে বিশ্ব জ্যোতি !
তোমার চরণে যেন থাকে মোর মতি।
তুমি দয়ার আধার করুণার পাথার,
দাও মোরে কণা তার দুর্ব্বল আমি অতি।
তোমার করুণা দানে নব বল পাব প্রাণে,
নবীন উৎসাহে জাগি চাহিব তোমার পানে।
তব চিন্তা ভাবনাতে দিন কাটিবে সুখেতে,
অন্তিমেতে পাব প্রভু তব পদে স্থিতি।

পুরিয়া (১৮)

কেন মিছে বসে থাকি ?
সময় থাকিতে তাঁরে কেন নাহি ডাকি ?
যতই কাটিছে দিন আয়ু হইতেছে ক্ষীণ,
নিভিতে জীবন দীপ কতটুকু বাকি।
জপি সদা তার নাম করি তার ধ্যান,
জীবনেতে সুখ পাব মরণে কল্যাণ।
মনে খেদ নাহি রবে প্রাণে শান্তি বিরাজিবে,
শমন আসিলে কাছে দিব তারে ফাঁকি।

বাগেশ্রী (১৯)

বেলার শেষে দিনের প্রদীপ কতক্ষণ নিভে গেছে।
রজনী তার কাল আঁচলে ধরার বুক ঢেকে দেছে।
দিনের কোলাহল মাঝে পাইনি সখা তোমায় খুঁজে,
পাবকি আমি দেখা তোমার নিশার নীরবতার মাঝে।

নীরব পায়ে এস তুমি আমার এই নিভৃত ঘরে,
রেখেছি পাতি আসন খানি যতন করি তোমার তরে।
যখন আসি বসিবে সেথায় হবে প্রেমালাপ নিরব ভাষায়,
আর তুলে দেব তোমার পায় জীবনের যা আয়োজন আছে।

কেদারা (২০)

বাজিবে যখন তোমার বাঁশী মোর মনের নিকুঞ্জ মাঝে,
উঠিবে ফুটি ভকতির ফুল কতই রং এ কতই সাজে।
তখন আমার প্রাণের বীণা প্রীতির সুরেতে লীনা,
তুলিয়া কত মধুর তান আবার সেথা উঠিবে বেজে।
ভরিয়া শ্রদ্ধার সাজি করিব সে ফুল আমি চয়ন,
অনুরাগ সূত্রে মালা গাঁথিব করি যতন।
আদরে সে মালা গুলি দিব তোমার পায়ে তুলি,
বসাব তোমারে নাথ মোর হৃদয় কমল মাঝে।

হাম্বির (২১)

কিরূপে তোমার দেখা পাব ওহে দয়াময় ?
তোমার করুণা বিনা কিরূপে সম্ভব হয়।
হেন শক্তি মোর নাই তোমার নাগাল পাই
অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি অবজ্ঞাত নিরাশ্রয়।
তুমি বিভু সুমহান নিখিল জগত পতি,
বরণীয় পূজনীয় বিশ্বের চরম গতি।
তোমার নিকটে তাই সদা প্রভু ভিক্ষা চাই,
দেখা দাও মোর প্রতি হইয়া সদয়।

পিলু (২২)

প্রিয়তম এস ফিরে!
রেখেছি এ মালাখানি তোমার তরে।
কতই নয়নলোর রয়েছে মালাতে মোর,
কতই বিরহ ব্যথা রয়েছে ভরে।
আর কত আকিঞ্চন মিলন তৃষা,
কত অনুরাগ আর প্রীতি ভালবাসা।
তুমি কাছে আসিলে মালা দিব গলে তুলে,
দেখিব তোমারে নাথ নয়ন ভরে।

গৌড় মল্লার (২৩)

ঝরিছে বাদল ধারা ঝর ঝরে।
আকাশ কাঁদিছে যেন কাহার তরে।
ধারার বিরাম নাই বাতায়ণে বসি তাই,
চেয়ে আছি আনমনে দূর প্রান্তরে।
কাহার অভাব যেন মনেতে ভাসে,
দীর্ঘশ্বাস সহ জল নয়নে আসে।
কোন অনাদিকাল হতে তাহারে চাই ধরিতে,
ধরা নাহি দেয় থাকে সদা সুদূরে।

পরজ (২৪)

এমন করে লুকিয়ে তুমি রবে কত কাল?
একদিন আমি পাব প্রভু তোমার নাগাল।
আমার এই করুণ গানে আনিবে তোমায় কাছে টেনে,
নিঠুর নহ তুমি প্রভু পরম দয়াল।

পাইতেছি দুঃখ শুধু দুদিন তরে,
সুখের চাবি কাটি আছে তোমার করে।
তোমার দেখা পেলে পরে উঠিব গিয়া সুখের ঘরে,
চির তরে ঘুচে যাবে দুঃখ জঞ্জাল।

জয় জয়ন্তী (২৫)

বিজলী চমকি পথ দেখাতে চায়,
দেয়াকাঁদি বলে এল না সে হায়।
বাতাস নাহি বহে কি যেন গুরু ভার,
স্তব্ধ করিয়াছে নিশার আঁধার।
ভরে ধরার প্রাণ অজানা বেদনায়।
না চেনা ময়ূরী ডাহুকি নাহি ডাকে,
নীরবে বসি পিক কদম্ব তরুশাখে।
কেন সে আসিল না কদম্ব ফুটিল না,
ভরিল প্রাণ মোর গভীর নিরাশায়।

মিঞাকি মল্লার (২৬)

এখন কেন আসিল না পিতম মোর ঘরে ফিরে ?
মোর হৃদয় গগনে এল বিষাদ ঘন মেঘ ঘিরে।
কতসাধ মন মাঝে রাখি আশা পথ পানে চেয়ে থাকি,
সেই পথ ফেলিতেছে ঢাকি নিরাশা আঁধার ধীরে ধীরে।
শ্রাবণের বারিধারা সম নয়নেতে ঝরে অশ্রুজল,
অন্তরে জ্বলিতেছে শুধু দুঃসহ বিরহ অনল।
কতদিন আর এই ভাবে দিনগুলি মোর কেটে যাবে,
কাছে আসি দেখা নাহি দিবে রহিবে সদাই দূরে দূরে।

তিলক কামোদ (২৭)

বরষা যাইল চলি শরৎ আসিল।
নবীন উৎসাহে প্রাণ ভরিয়া গেল।
কতই উৎসুক মনে চেয়ে আছি পথ পানে,
জননীর আসিবার সময় হইল।
দোরে দোরে শোভিতেছে আম্র পল্লব,
ঘরে ঘরে উঠিতেছে সুখ কলরব।
ঘুচাতে সকল ব্যথা আসিছেন জগত মাতা,
সকলের মুখে তাই হাসি ফুটিল।

কৌষিক (২৮)

মোহের নিদ্রায় ভুলিয়া তোমায় ঘুমাই যদি প্রভু কোন দিন।
তুমি থাকিও না দূরে আসিয়া অন্তরে করিও আঘাত মোরে সুকঠিন।
তোমার আঘাতে মোর মোহ নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে,
বিবেকের জাগরণ অন্তরে মোর আসিবে।
জ্ঞান নেত্র মেলি হেরিব সকলি ভ্রান্তির রজনী হবে বিলীন।
হেরিব তোমারে আমি সারাটি বিশ্বের মাঝে,
রহিয়াছ কত ভাবে কত রূপে কত সাজে।
আর আনন্দ অপার স্বরূপ তোমার বিশ্বের অতীত আদি অন্তহীন।

খাম্বাবতী (২৯)

শ্যামরায় ফিরে এস বৃন্দাবনে।
মধু কলতান তুলি বাজাও মুরলী তরুমূলে বসি নীপবনে।
তোমার সুর মাধুরী মন প্রাণ নিবে হরি,
যত ব্রজবালা হাতে ফুল মালা আসিবে ছুটি প্রেম আকর্ষণে।

নাচিবে গাহিবে তারা আনন্দে তোমারে ঘিরি,
করি কলতান বহিবে উজান যমুনার নীলবারি।
আকাশেতে পূর্ণশশী স্থির হয়ে রবে বসি;
ভুলি অস্তাচল হেরিবে কেবল রাসলীলা একমনে।

বেহাগ (৩০)

কতই আশায়, আছি প্রতীক্ষায় তুমিত দিলে না দেখা।
কতই দিবস কাটিয়া যাইল শুধু পথ পানে চেয়ে থাকা।
কতই বসন্ত আসিল ধরায় বনানী শোভিল কুসুম সজ্জায়,
কতই গাহিল নিকুঞ্জে পাখী স্বরেতে অমিয় মাখা।
আবার যখন বরষা আসিল আকাশ কাঁদিয়া সারা,
সিক্ত বসনে রহিল ধরণী বুকেতে বেদনা ভরা।
আবার শরৎ আসিল যখন পরিয়া নূতন শ্যামল বসন,
ধরণী হাসিল আকাশে উদিল পূর্ণিমার শশী রাকা।
আমার মনেতে বরষা রহিল বসন্ত শরৎ ফিরে না আসিল,
হৃদয় গগন রহিল ঘন বিষাদ মেঘে ঢাকা।

দেশ (৩১)

কখন তোমার মোহন বাঁশী বাজিবে অন্তঃপুরে ?
ফুটিবে ফুল গাহিবে পাখী আবার সেথায় মধুর স্বরে।
প্রেমের পূর্ণিমা শশী উদিত হবে সেখানে আসি,
ছড়াবে পুলক জ্যোৎস্না হাসি সারাটি অঙ্গ অভ্যন্তরে।
আবার সেখানে শান্তির মলয় বহিয়া যাবে ধীরে ধীরে,
প্রাণের বীণাটি থাকিবে তখন পরম প্রীতির স্বরেতে ভরে।
বনের কুসুম তখন তুলি দিব তোমার পায়েতে তুলি,
(আর) হেরিব তোমার রূপ মাধুরী আমার যুগল নয়ন ভরে।

বাহার (৩২)

আসি বাসনা নদীর তীরেতে,
করি সুখ আশা বেঁধেছিনু বাসা সংসারের বালু চরেতে।
ভেবেছিনু মনে কাছে আছে বারি সহজেই তৃষ্ণা মিটাইতে পারি,
কিন্তু একি দায় তৃষ্ণা না ফুরায় কিছুতেই পারি না মিটাতে।
তাই ভাবি মনে ছাড়ি এই ঘর চলে যাব আমি দূর দেশান্তর,
সেথা মিলে যদি বৈরাগ্য বারিধি বাঁধি বাসা তট ভূমিতে।
বড় শান্তিময় সে বৈরাগ্য বারি সকল বিষয় তৃষ্ণা নাশকারী,
চিত্ত সুস্থ করে এনে দেয় তারে মুক্তির দ্বারেতে ত্বরিতে।

দুর্গা (৩৩)

এস মা দুর্গা আজি এ রণে
কোন অনাদিকাল হতে চলিছে এ রণ আমার মনে।
কতই যুগ কাটিয়া গেল তবু এ রণ নাহি থামিল,
শত্রুরা কতই আঘাত দিল তবু যুঝিয়াছি প্রাণপণে।
এবার আমি কাতর হয়েছি শত্রুরা বড় প্রবল হয়েছে,
চির দাসত্ব বন্ধনে রাখিতে চায় তাহারা মোরে তাদের কাছে।
তাই ডাকিতেছি তোমারে রণে বধ আসি মোর শত্রুগণে
রক্ষা কর এ সন্তানে স্থান দিয়া তব শ্রীচরণে।

শঙ্করা (৩৪)

সান্ধ্যমলয় তুমি কোথা ছুটে যাও ?
এক মনে চলিতেছ ফিরে না তাকাও।
কোথায় চলেছ তুমি কোন দূর দেশে,
কাহারে দেখিতে আর কিবা উদ্দেশে।

মনে হয় বুঝি তার অঙ্গ পরশে,
আপনারে ধন্য করিতে তুমি চাও।
কোথায় রয়েছে সেই পূজনীয় প্রিয়,
যাহার পরশ সুখ এত বাঞ্ছনীয়।
জান যদি সে রহস্য অতি গোপনীয়,
কৃপা করি ইশারাতে মোরে বলে দাও।

বিহাগ (৩৫)

আজি এ চাঁদিনী রাতে কে বাঁশী বাজায়।
ভরিল সারাটি বিশ্ব সুরের মায়ায়।
কি মোহিনী যাদু আছে লুকান সুরের মাঝে,
মনে হয় ছুটে যাই বাজিছে যেথায়।
কাহার পরশে বাঁশী তোলে এ মধুর তান,
আকুল করিল যাতে সারাটি বিশ্বের প্রাণ।
কেবা সেই মধুময় প্রেমময় রসময়,
কেমনে তাহার দেখা পাব আমি হায়।

ভজন (৩৬)

প্রীতির সুরে আদর করে কে আজি ডাকিয়া যায়
অবসন্ন প্রাণে যেন শান্তির হাত বুলায়।
অসীম করুণা ভার আছে কি অন্তরে তার,
যাহার তরে এমন করে সবারে বিলাতে চায়।
জগতের দুঃখ ভার সহিতে পারে না আর,
তাই বুঝি ডাকিতেছে সবারে নিকটে তার।
ভুলিয়া মিথ্যা খেলায় থেকনা মোহ নিদ্রায়,
সত্যের আলোকে জাগি মোর কাছে ছুটে আয়।

রামপ্রসাদী (৩৭)

ভুলের দেশে আর রবনা
এমন করি মিথ্যারে ধরি করিব না আনাগোনা।
যাব আমি সেই দেশেতে যেখানে জ্ঞানের আলোকেতে,
অজ্ঞান আঁধার আর তিলেকের তরে থাকে না।
ঘুচে যাবে শোক তাপ দুঃখ দৈন্য সংশয়,
শান্তির মলয় সেথা সতত বহিতে রয়।
গিয়া আমি সেই দেশেতে থাকিব মহা সুখেতে,
বাসনার কামনার আর থাকিবে না আবর্জ্জনা।

কীর্ত্তনাঙ্গ (৩৮)

প্রভু কেমনে পূজিব তব রাজীব চরণ।
কোথায় পাব শ্রদ্ধা ভক্তি কোথায় পাব শুদ্ধ মন।
যা কিছু সঞ্চিত ছিল ছটা চোরে নিয়ে গেল,
এখন আমি সম্বল হীন দীন অভাজন।
কেমনে করিব তব (আমার কিবা আছে কিবা দিয়া)
কেমনে করিব তব পূজা সমাপন।
যাহাতে হবে গোবিন্দের সার্থক জীবন।
তোমার নিকটে তাই প্রভু এই ভিক্ষা চাই,
আমার আমিত্ব নিয়ে কর নিজে পূজা গ্রহণ।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ (৩৯)

বৃন্দাবনে কুঞ্জ গলিতে এখনও কি বাজে বাঁশরী।
এখনও কি সেথা ছুটিয়া আসে আকুল যত ব্রজনারী।
এখনও কি সেথা নীপশাখায় মধুর কণ্ঠে পাখী গান গায়,
এখনও কি সেথা মুরলীর ছন্দে তালে তালে নাচে ময়ূরী।

উজান স্রোত এখনও কি বহে সেখানে নীল যমুনায়,
কুসুম সুবাস লইয়া বাতাস এখনও কি সেথা বহিয়া যায়।
যদি সত্য হয় চল মোরা যাই হেরিয়া নয়ন মন জুড়াই,
মধুর শ্যামের মধুময় নিত্য অপরূপ লীলা মাধুরী।

খাম্বাজ (৪০)

তোমার দয়ার কথা মনমাঝে কেন নাহি রয়।
তোমার করুণা বিনা বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।
তোমার আলোকে হেরি বায়ুতে জীবন ধরি,
তোমার আকাশ হতে কৃপাবারি বরিষণ হয়।
তব করুণাতে ধরা ফল ফুলে এত সুশোভন,
ভরিয়া রেখেছ তায় জীবনে যাহা প্রয়োজন।
তব পদে রাখি মতি অগতিও পায় গতি,
চিরতরে ঘুচে যায় তার জন্ম মৃত্যু ভয়।

ঝিঝিঁট (৪১)

আমার মনের মাঝে কতই ভাবনা রয়।
কেন না তোমার চিন্তা সতত উদয় হয়।
কত আমি ভাঙ্গি গড়ি মনমাঝে ঘর বাড়ী
আকাশ কুসুম কত সেথানে ফুটিয়া রয়।
মিথ্যারে লইয়া আমি নিশিদিন করি খেলা,
সত্যকে দূরেতে রাখি করি তায় অবহেলা।
কবে ভুল ভেঙ্গে যাবে মিথ্যা মায়া নাহি রবে,
সত্য মঙ্গল তুমি তোমাতে রব তন্ময়।

সিন্ধু (৪২)

কাছে থাকি রহ সুদূরে ধরি ধরি ধরা হয় না।
যত মনে ভাবি জেনেছি তোমায় ভেবে দেখি কিছুই জানি না।
রহিয়াছ তুমি সারা বিশ্বভরি তবু খুঁজিতেছি তোমায় ঘুরি ঘুরি,
অন্তর বাহিরে রহিয়াছ তুমি তবু কিছু সাড়া পাই না।
দিয়াছ আমারে যে কটি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিত্ত আর,
কি মায়াতে তুমি খর্ব্ব করেছ গ্রহণ শক্তি সে সবার।
তাইতে তাহারা পারেনা ধরিতে তাইতে পারেনা কাছে পৌছিতে
তবু তুমি তারে ধরা দাও নাথ যার প্রতি কর করুণা।

কানাড়া (৪৩)

জপ সদা তার নাম মন মাঝে নিশিদিন।
দেখিছ না দিনে দিনে আয়ু হইতেছে ক্ষীণ।
যতদিন বেঁচে থাক তাহার চিন্তাতে থাক,
থাকিবে না কিছু ভয় মৃত্যু হলে সম্মুখীন।
তাহারে ভুলিয়া শুধু এত দুঃখ কষ্ট পাওয়া,
তাহারে ভুলিয়া শুধু মর্ত্তধামে আসা যাওয়া।
যখন ভুল ভেঙ্গে যাবে কি আনন্দ মনে পাবে
তাহার চরণে যবে মন তব হবে লীন।

আড়ানা (৪৪)

তোমার দ্বারে আসিয়া
রয়েছি দাঁড়ায়ে ভিক্ষাপাত্র লয়ে করুণার ভিক্ষা মাগিয়া।
অজ্ঞান আঁধারে থাকি নিশিদিন, হইয়াছে চিত্ত বিষাদে মলিন
সংসার কারায় কত কষ্টে হায় দিনগুলি গেছে কাটিয়া।
চাহিছে মা মন ফিরিতে সেথায়, স্থান দাও প্রভু তব রাঙ্গা পায়
থাকিব সেখানে আনন্দিত মনে তব মুখপানে চাহিয়া।

কাফি (৪৫)

কতই সুখের আশা হৃদয়ে ধরে,
ঝাঁপায়ে পড়েছি কি মোহ সাগরে।
ভাবিয়া সুখের বারি কোন অজানা কাল হতে,
ভাসিয়া চলেছি আমি একটানা দুঃখস্রোতে।
কোথাও কিনারা নাই যে দিকে ফিরে তাকাই,
অনন্ত দুঃখের নীর রয়েছে ঘিরে।
এ মোহসাগর হতে কিসে পাব ত্রাণ,
কোথায় কাণ্ডারী আছ তুমি ভগবান।
আমারে করুণা করি আন তব পদতরী,
নিয়ে যাও চিরশান্তিময় বন্দরে।

মালগুঞ্জ (৪৬)

কে তুমি আসিলে আজি আমার ঘরে।
ডাকিলে আমায় তুমি কতই আদর করে।
নয়নে তোমার প্রীতির পাথার,
কি মোহন হাসি অধর হতে ঝরে।
তোমারে হেরিয়া মোর মনে লাগে,
ছিলে মোর সাথ—কত জনম আগে।
ভুলিয়া তোমায় আমি রয়েছি হেথায়,
তুমি ভোল নাই এলে করুণা করে।

সাহানা (৪৭)

তব করুণার কথা যখন মনেতে হয়।
ভুলে যাই শোক তাপ দুঃখ দৈন্য নাহি রয়।

মনেতে ভরসা হয় অনায়াসে হব পার,
মোহের তরঙ্গ ভরা সংসার পাথার।
কর্ম্মের কুটিল পথে ফিরিবনা আমি আর,
লভিব তোমার পদে চির শান্তি অনাময়।
নবীন উৎসাহ আসি আমার ঘুমন্ত প্রাণে,
কি জ্ঞান আলোক যেন নব জাগরণ আনে।
মনে হয় অনুভব তোমার করুণা টানে,
চলেছি যেখানে আছ সৎচিৎ আনন্দময়।

নীলাম্বরী (৪৮)

কতই দিবস হায় গেল মোর কাটিয়া।
তোমার মিলন আশে পথপানে চাহিয়া।
বরষা বারির তরে গ্রীষ্মের নীলাম্বরে,
চাতকের মত শুধু বৃথা চাহিয়া।
এলনা পুণ্য লগন আসিলে না তুমি ঘরে,
প্রীতির কুসুমগুলি একে একে গেল ঝরে।
এখন অবসন্ন প্রাণে জীবনের অবসানে,
দিনগুলি কাটে মোর শুধু কাঁদিয়া।

তিলং (৪৯)

জ্ঞানের প্রদীপ জেলে দাও।
অন্তরে আমার অজ্ঞান আঁধার দূরেতে সরায়ে দাও
কোন অনাদি কাল হতে রয়েছি মোহ আবর্ত্তে,
সেথা হতে কৃপা করে মোরে তুলে নাও।

বাসনার তাড়নাতে সদা দুঃখ পাই,
সংসারেতে যাতায়াত করিতেছি তাই
এ বাসনা দূর কর বিবেক আলোক ধর,
তব সত্য পথে প্রভু মোরে যেতে দাও।

বসন্ত (৫০)

আজি এ মাধবী রাতে কে বাঁশী বাজায়।
হরিল সবার মন সুরের মায়ায়।
কি এক সুখের স্মৃতি আনন্দের অনুভূতি
ভাসিয়া আসিল সেই সুর মূর্চ্ছনায়।
মনে হ'ল যেন এক দূর অতীতে,
ছিলাম সকলে মোরা সাম্য মৈত্রীতে।
নাহি ছিল ভেদ ভাব শুধু ঐক্য সম্ভাব
গড়েছিল সেথা এক প্রীতি সম্প্রদায়।
বাঁশী যেন বলিতেছে এ'স করি ত্বরা,
অমৃতের পুত্র তোরা কেন চিন্তা করা।
কিছুর অভাব নাই শুধু হেথা আসা চাই,
রয়েছে এ দেশ ভরা আনন্দ ধারায়।

গারা ভজন (৫১)

জয় রমাপতি অগতির গতি!
মোরে কৃপা কর আমি দীন অতি।
তোমার করুণায় দুঃখ দূরে যায়,
অধম জন লভে অতি উত্তমা গতি।

তোমার চরণে এ মিনতি রাখি,
তোমারে যেন ভুলিয়া নাহি থাকি।
যেন নিশিদিন নিদ্রা জাগরণে,
তোমার চরণে থাকে ভক্তি প্রীতি।

কীর্ত্তন (৫২)

মন কিসের তরে এমন করে ঝাঁপ দিলি সংসার সাগরে।
এ নহে সুখের জল ভরা কেবল শোক তাপ দুঃখ নীরে।
এখানে শুধুই চাওয়া কিছুই যায়না পাওয়া,
এখানে আশার গগন থাকে সঘন নিরাশা মেঘেতে ভরে।
এ মহাসাগর হতে যদি চাও পারে যেতে,
ডাক সে কাণ্ডারীরে দেবে তোরে অনায়াসে পার করে।
আবার তার কৃপা হলে সে দেশে নেবে তুলে,
গোবিন্দ বলে সেখানে গেলে চির শান্তি থাকিবে ঘিরে,
আর তোরে এ সংসারে আসিতে হবেনা ফিরে।

বাউল (৫৩)

মন তুমি ঘুমিয়ে থেকনা একবার জাগি নয়ন মেলে চেয়ে দেখনা।
মোহের নেশায় দিন কেটে গেল, এদিকে যাবার সময় নিকটে এল,
কোন পথেতে যেতে হবে একবার ভেবে দেখ না।
যারা তোমায় ধরে নিয়ে যাবে, পথের মাঝে কত কষ্ট তাহারা দেবে,
যাতনার অবশেষ হয়তো তোমার রবে না।
এখনও আছে অনেক সময় যতনেতে কর তুমি পাথেয় সঞ্চয়,
যাহার লাভে পথে তোমার কোন কষ্টই হবেনা।
হয়তো তুমি যাবে সেই দেশে, যেখানেতে গেলে কেউ ফিরে না আসে
সেখানেতে সুখ শান্তির কিছুই অভাব রবেনা।

হিন্দোল (৫৪)

আজি কি দিলে ঘুমন্ত প্রাণে উৎসাহের দোলা !
নবীন উৎসাহে হল সুরু পথ চলা।
পথ অবরুদ্ধ জ্ঞানে বসেছিনু ক্ষুণ্ণ প্রাণে,
এখন চাহিয়া দেখি পথ রয়েছে খোলা।
এবার করেছি স্থির থাকিব না পথমাঝে,
অতিক্রম করি যাব যাহা বিঘ্ন বাধা আছে।
পৌঁছিয়া তোমার দেশ লভিব প্রীতি অশেষ,
হেরিব তোমার রূপ কোটী শশী ষোল কলা।

চম্পক (৫৫)

মানস গগনে যদিবা কখনও বিষাদের মেঘ ছায়।
প্রাণের অন্তরে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যদিবা বহিয়া যায়।
সেখানে প্রীতির মুকুলগুলি শুকাইয়া যদি হয়ে যায় ধূলি,
হৃদয় হয় নীরস কঠিন শুষ্ক পাষাণ প্রায়।
কাতরে তোমারে ডাকিলে তখন দিবে নাকি সাড়া দয়াময়,
সান্ত্বনার বায়ে দিবে সরায়ে বিষাদ মেঘ সমুদয়।
তোমার করুণা বারি বরিষণে দিবে নাকি রস শুষ্ক পরাণে,
আবার ফুটিবে ভক্তি শতদল প্রেম পরিমল ভরিবে তায়।

মারু বেহাগ (৫৬)

এস আমার ঘরে ঠাকুর দয়াল !
গলে বনমালা পরি ব্রজের গোপাল।
শিরে শিখি পাখা নয়ন অভিরাম,
পীত বসন পরি নব ঘনশ্যাম।

তোমার চরণে এ মিনতি রাখি,
তোমারে যেন ভুলিয়া নাহি থাকি।
যেন নিশিদিন নিদ্রা জাগরণে,
তোমার চরণে থাকে ভক্তি প্রীতি।

কীর্ত্তন (৫২)

মন কিসের তরে এমন করে ঝাঁপ দিলি সংসার সাগরে।
এ নহে সুখের জল ভরা কেবল শোক তাপ দুঃখ নীরে।
এখানে শুধুই চাওয়া কিছুই যায়না পাওয়া,
এখানে আশার গগন থাকে সঘন নিরাশা মেঘেতে ভরে।
এ মহাসাগর হতে যদি চাও পারে যেতে,
ডাক সে কাণ্ডারীরে দেবে তোরে অনায়াসে পার করে।
আবার তার কৃপা হলে সে দেশে নেবে তুলে,
গোবিন্দ বলে সেখানে গেলে চির শান্তি থাকিবে ঘিরে,
আর তোরে এ সংসারে আসিতে হবেনা ফিরে।

বাউল (৫৩)

মন তুমি ঘুমিয়ে থেকনা একবার জাগি নয়ন মেলে চেয়ে দেখনা।
মোহের নেশায় দিন কেটে গেল, এদিকে যাবার সময় নিকটে এল,
কোন পথেতে যেতে হবে একবার ভেবে দেখ না।
যারা তোমায় ধরে নিয়ে যাবে, পথের মাঝে কত কষ্ট তাহারা দেবে,
যাতনার অবশেষ হয়তো তোমার রবে না।
এখনও আছে অনেক সময় যতনেতে কর তুমি পাথেয় সঞ্চয়,
যাহার লাভে পথে তোমার কোন কষ্টই হবেনা।
হয়তো তুমি যাবে সেই দেশে, যেখানেতে গেলে কেউ ফিরে না আসে
সেখানেতে সুখ শান্তির কিছুই অভাব রবেনা।

হিন্দোল (৫৪)

আজি কি দিলে ঘুমন্ত প্রাণে উৎসাহের দোলা!
নবীন উৎসাহে হল সুরু পথ চলা।
পথ অবরুদ্ধ জ্ঞানে বসেছিনু ক্ষুন্ন প্রাণে,
এখন চাহিয়া দেখি পথ রয়েছে খোলা।
এবার করেছি স্থির থামিব না পথমাঝে,
অতিক্রম করি যাব যাহা বিঘ্ন বাধা আছে।
পৌছিয়া তোমার দেশ লভিব প্রীতি অশেষ,
হেরিব তোমার রূপ কোটী শশী ষোল কলা।

চম্পক (৫৫)

মানস গগনে যদিবা কখনও বিষাদের মেঘ ছায়।
প্রাণের অন্তরে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যদিবা বহিয়া যায়।
সেখানে প্রীতির মুকুলগুলি শুকাইয়া যদি হয়ে যায় ধূলি,
হৃদয় হয় নীরস কঠিন শুষ্ক পাষাণ প্রায়।
কাতরে তোমারে ডাকিলে তখন দিবে নাকি সাড়া দয়াময়,
সান্ত্বনার বায়ে দিবে সরায়ে বিষাদ মেঘ সমুদয়।
তোমার করুণা বারি বরিষণে দিবে নাকি রস শুষ্ক পরাণে,
আবার ফুটিবে ভক্তি শতদল প্রেম পরিমল ভরিবে তায়।

মারু বেহাগ (৫৬)

এস আমার ঘরে ঠাকুর দয়াল!
গলে বনমালা পরি ব্রজের গোপাল।
শিরে শিখি পাখা নয়ন অভিরাম,
পীত বসন পরি নব ঘনশ্যাম।

তোমার চরণে এ মিনতি রাখি,
তোমারে যেন ভুলিয়া নাহি থাকি।
যেন নিশিদিন নিদ্রা জাগরণে,
তোমার চরণে থাকে ভক্তি প্রীতি।

কীর্ত্তন (৫২)

মন কিসের তরে এমন করে ঝাঁপ দিলি সংসার সাগরে।
এ নহে সুখের জল ভরা কেবল শোক তাপ দুঃখ নীরে।
এখানে শুধুই চাওয়া কিছুই যায়না পাওয়া,
এখানে আশার গগন থাকে সঘন নিরাশা মেঘেতে ভরে।
এ মহাসাগর হতে যদি চাও পারে যেতে,
ডাক সে কাণ্ডারীরে দেবে তোরে অনায়াসে পার করে।
আবার তার কৃপা হলে সে দেশে নেবে তুলে,
গোবিন্দ বলে সেখানে গেলে চির শান্তি থাকিবে ঘিরে,
আর তোরে এ সংসারে আসিতে হবেনা ফিরে।

বাউল (৫৩)

মন তুমি ঘুমিয়ে থেকনা একবার জাগি নয়ন মেলে চেয়ে দেখনা।
মোহের নেশায় দিন কেটে গেল, এদিকে যাবার সময় নিকটে এল,
কোন পথেতে যেতে হবে একবার ভেবে দেখ না।
যারা তোমায় ধরে নিয়ে যাবে, পথের মাঝে কত কষ্ট তাহারা দেবে,
যাতনার অবশেষ হয়তো তোমার রবে না।
এখনও আছে অনেক সময় যতনেতে কর তুমি পাথেয় সঞ্চয়,
যাহার লাভে পথে তোমার কোন কষ্টই হবেনা।
হয়তো তুমি যাবে সেই দেশে, যেখানেতে গেলে কেউ ফিরে না আসে
সেখানেতে সুখ শান্তির কিছুই অভাব রবেনা।

হিন্দোল (৫৪)

আজি কি দিলে ঘুমন্ত প্রাণে উৎসাহের দোলা !
নবীন উৎসাহে হল সুরু পথ চলা।
পথ অবরুদ্ধ জ্ঞানে বসেছিনু ক্ষুন্ন প্রাণে,
এখন চাহিয়া দেখি পথ রয়েছে খোলা।
এবার করেছি স্থির থাকিব না পথমাঝে,
অতিক্রম করি যাব যাহা বিঘ্ন বাধা আছে।
পৌঁছিয়া তোমার দেশ লভিব প্রীতি অশেষ,
হেরিব তোমার রূপ কোটী শশী ষোল কলা।

চম্পক (৫৫)

মানস গগনে যদিবা কখনও বিষাদের মেঘ ছায়।
প্রাণের অন্তরে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যদিবা বহিয়া যায়।
সেখানে প্রীতির মুকুলগুলি শুকাইয়া যদি হয়ে যায় ধূলি,
হৃদয় হয় নীরস কঠিন শুষ্ক পাষাণ প্রায়।
কাতরে তোমারে ডাকিলে তখন দিবে নাকি সাড়া দয়াময়,
সান্ত্বনার বায়ে দিবে সরায়ে বিষাদ মেঘ সমুদয়।
তোমার করুণা বারি বরিষণে দিবে নাকি রস শুষ্ক পরাণে,
আবার ফুটিবে ভক্তি শতদল প্রেম পরিমল ভরিবে তায়।

মারু বেহাগ (৫৬)

এস আমার ঘরে ঠাকুর দয়াল !
গলে বনমালা পরি ব্রজের গোপাল।
শিরে শিখি পাখা নয়ন অভিরাম,
পীত বসন পরি নব ঘনশ্যাম।

করেতে মুরলী ধরি এস তুমি গিরিধারি,
রাধিকার প্রাণধন সুন্দর রাখাল।
পূজার বেদীতে আসি বস তুমি নাথ,
তোমার চরণে প্রভু করি প্রণিপাত।
মোর যাহা আয়োজন করি তোমায় নিবেদন,
বিকায়ে তোমার পদে রব চিরকাল।

সোহিনী (৫৭)

মোহের নিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে রহিলে তুমি দূরে বসি।
ভাঙ্গিলে না আমার এ ঘুম একবার নিকটে আসি।
কতই সুখ দুঃখের স্বপন করি সদা নিরীক্ষণ,
কভু অধরেতে হাসি কভু নয়ন জলেতে ভাসি।
এমন করে কত দিন দুলিব সংসার দোলায়,
অজ্ঞান আঁধারে থাকি ঘুমায়ে মোহ নিদ্রায়।
একবার আমার পানে তাকাও কাছে আসি ঘুম ভেঙ্গে দাও,
জ্ঞানের আলোকে জাগি দূর করি সব কান্না হাসি।

শুদ্ধ কল্যাণ (৫৮)

গাওরে মনের বীণা সুমধুর তান তুলি
মহান বিভু আত্মার মহিমার গান গুলি।
তাঁহার করুণা ধারা প্লাবিত করিছে ধরা
আকাশেতে রবিশশী সুদূর তারকা গুলি।
কি মহা হরষে বিশ্ব গাহিতেছে তাঁর জয়,
সে স্বর মাধুরী বাতাসেতে সদা রয়।
ধরাতে নামিয়া আসি কুসুমে ফুটায় হাসি,
নাচায় সাগর বারি ছন্দের তরঙ্গ তুলি।

পটদীপ (৫৯)

যখন সৃষ্টির আলো প্রলয়েতে নিভে যাবে।
ডুবে যাবে সারা বিশ্ব মহাকারণ অর্ণবে।
নাহি রবে সাড়া শব্দ চারি দিক নিস্তব্ধ,
কি মহান সুর তখন চির তিমিরে বাজিবে।
কোথা হতে আসে এই সুর কি রূপে সম্ভব হয়,
যখন সারাটি বিশ্ব প্রলয়েতে লীন রয়।
সে যে অনাহত ধ্বনি বিষ্ণু শ্বাস স্বরূপিনী,
অনন্ত শয্যাতে তিনি থাকেন শায়িত যবে।

দরবারী কানাড়া (৬০)

কিরূপে তাহারে নয়নে দেখি?
কিরূপে তাহারে হৃদয় মাঝারে সতত আমি ধরিয়া রাখি।
জ্ঞানের অঞ্জন শলাকা নাই, অজ্ঞান তিমির কিরূপে সরাই,
আকুল মনে ভাবিতেছি তাই কেমনে খুলিবে আমার আঁখি।
অনুরাগ অর্ঘ কোথায় পাইব যাহাতে তাহার সন্তোষ সাধিব,
কেমনে জালিয়া শ্রদ্ধার প্রদীপ তার আরতি করিতে পারিব।
কোথায় পাব এত ভক্তি বারি চরণ দুখানি ধুয়ে দিতে পারি,
কি প্রেম বন্ধন করিব রচন যাহাতে তারে ধরিয়া রাখি।

কামোদ (৬১)

যখন তোমার করুণালোকে প্রাণের মুকুল ফুটে উঠিবে।
কতই প্রীতির পরিমল আসি হৃদয় কোরক তাহার ভরিবে।
কি মহান প্রেমের চোখে, চাহিয়া রবে সে তোমার দিকে,
ফুটিয়া উঠিবে কি পুলক হাসি তখন তার নয়ন পল্লবে।

ধন্য হবে জনম তার তোমার রূপ নয়নে দেখি,
সার্থক হবে জীবন তার তোমার ধ্যানেতে মগন থাকি।
তোমার চরণ স্মরণ করি, বৃন্ত হইতে পড়িয়া ঝরি,
তোমার চরণ কমল তলে শুকায়ে ধূলি হয়ে থাকিবে।

কাজরী ৬২

পড়িল কি মোরে মনে এখন বিদায় বেলা।
যখন চলেছি আমি সুদূর দেশে একেলা।
জীবনে তোমারে আমি কতই ডেকেছি স্বামী,
দাওনি বারেক সাড়া করিয়াছ অবহেলা।
ছিল মোর মনে সাধ পাইলে তোমার দেখা,
থাকিব তোমার কাছে রহিব না আর একা।
চলিব তোমার সাথে আমার জীবনপথে,
তুমি দেখাইবে পথ হইব না পথ ভোলা।
এখন এসেছ যদি আমার বিদায় কালে,
থাকিওনা দূরে সরি এস মোর সাথে চলে।
ধরিয়া আমার কর হও তুমি অগ্রসর,
জীবনে যা কর নাই কর তা মরণ বেলা।

সুর মল্লার ৬৩

কেন এ নিশিথ রাতে
দুলিছে হৃদয় মোর ঘাত প্রতিঘাতে।
কিবা সাধ বুকে রাখি বাতায়নে বসে থাকি,
কেন নিদ্রা নাহি আসে মোর আঁখি পাতে।
কার বসিবার তরে রয়েছে আসন পাতা,
জ্বলিতেছে ধূপ ধুনা ফুলমালা আছে গাঁথা।
প্রদীপ সাজান ঘরে কাহার আরতি তরে,
কেবা আজি আসিতেছে বসিয়া আশার রথে।

গৌরী (৬৪)

মন দূর কর মোহ আবরণ!

অনিত্য অসার নিখিল সংসার হেরিতেছ শুধু মায়ার স্বপন।
ত্রিগুণে রচিত এই বিশ্ব মেলা, শোক তাপ দুঃখে ভরা খেল কলা,
যাহা মায়ার অতীত ত্রিগুণ রহিত সেই বস্তু কর যত্নে অন্বেষণ।
অজ নিত্য তিনি শাশ্বত পুরাণ অবিদ্যার পর পারে,
শোক তাপ দুঃখ জন্ম মৃত্যু আর সেথা না পৌঁছিতে পারে।
সেই তত্ত্ব ধ্যানে থাক নিমগন, ঘুচে যাবে এই সংসার স্বপন,
দুঃখ দূরে যাবে মহানন্দ পাবে মোহ আবরণ হইবে মোচন।

টোড়ী ভৈরবী (৬৫)

প্রভু আমার প্রাণের বীণাটি কেন বাজাও করুণ সুরে?
দাও না তারে বিরাম শান্তি রাখ না নীরব করে।
কত বেদনার সুর সে ছড়ায় প্রাণভরা যেন আকুলতায়,
কি সান্ত্বনাহীন দুঃখ ব্যথায় অন্তর রয়েছে ভরে।
কোথা হতে এল এ ব্যাকুলতা বেদনার গুরুভার,
স্তব্ধ করিয়া রেখেছে সকল প্রীতির সুরের তার।
দাও প্রভু তারে করুণা পরশ অন্তর তার হউক সরস,
বিষাদে গান হবে অবসান বাজিবে প্রীতির সুরে।

সিন্ধু ভৈরবী (৬৬)

কত দিনে মোর মনোরথ পূর্ণ হবে।
হৃদয় দেবতা আসি হৃদিপদ্মে বিরাজিবে।
কত তার অদর্শনে আছি আমি ক্ষুণ্ণ মনে,
অন্তরেতে ব্যথাভার কত আর রবে।

কত দিনে দুঃখ নিশি হবে তিরোহিত,
আমার সুখের রবি হইবে উদিত।
হৃদি পদ্মাসনে আসি বসিবে সে মৃদু হাসি,
অঙ্গের পরশে প্রাণ পুলকিত হবে।

আশা ভৈরবী (৬৭)

এত সুখ আশা প্রাণের পিপাসা রয়েছে হৃদয়ে কাহার তরে।
কেন সে পিতম এত নিরমম রয়েছে লুকায়ে অজানা দূরে।
কত ডাকিতেছি সাড়া নাহি দেয় আমার দুঃখেতে সুখ বুঝি পায়,
কি পাষাণ সম কঠোরতায় রয়েছে তার হৃদয় ভরে।
অথবা সকলি মোর ভাগ্য কিছু দোষ নাহি তার,
সব প্রার্থী তরে রয়েছে তার উন্মুক্ত করুণাদ্বার।
হৃদয়ের পাত্র মোর বুঝি নাই করুণার দান তাই নাহি পাই,
তাই বুঝি তারে সতত হারাই রাখিতে পারি না অন্তরে ধরে।

ইমন বেলাওল (৬৮)

কেন ফিরে আসি ভবে বার বার?
কোন সুখ আশা বাঁধিয়াছে বাসা নিভৃত অন্তর মাঝে আমার।
সত্য সুখ আমি চিনিতে পারি না মিথ্যার পিছনে করি আনাগোনা,
যত দুঃখ পাই তত আমি যাই তাহার পিছনে ছুটিয়া আবার।
কত জন্ম গেল ভ্রম না টুটিল জ্ঞানোদয় নাহি হল,
আলেয়ার মাঝে খুঁজিতেছি আলো মরীচিকা মাঝে জল।
কতদিনে যাবে এই বিড়ম্বনা ভ্রান্তির কুহক আর থাকিবে না,
সত্য সুখ যাহা খুঁজে পাব তাহা ছলনার পিছে ধাইব না আর।

ঝিঝিট খাম্বাজ (৬৯)

কতদিনে আমি পাব তার দরশন।
সকল বাসনা মোর হইবে পূরণ।
রয়েছি তাহার তরে আমি প্রতীক্ষায়,
কতই দিবস মাস কেটে গেল হায়।
কতই বরষ এল পুনঃ তাহা ফুরাইল
কেবল এল না তার আসিবার ক্ষণ।
কি দোষ করেছি আমি তার রাঙ্গা পায়,
কেন সে আমার পানে ফিরে না তাকায়।
কতদিনে কেটে যাবে এই দুঃসময়,
আবার আমার প্রতি হবে সে সদয়।
মোর প্রতি কৃপা করে আসিবে আমার ঘরে
হৃদয় কমল হবে তার সিংহাসন।

সিন্ধু খাম্বাজ (৭০)

কেন মা শ্মশান মাঝে বেড়াও একলা ফিরে?
ভাল কি লাগে না তোমার থাকিতে কৈলাসপুরে।
কি অভাব আছে তথায় কুবের ভাণ্ডারী যথায়,
সারাটি বিশ্বের ধন রেখেছে ভাণ্ডারে ভরে।
কেবল সেথায় নাই সন্তানের অশ্রুজল,
তাহার লাগিয়া বুঝি শ্মশানে ফের কেবল।
বসিয়া চিতার অনলে নাও তারে কোলে তুলে,
যখন মরণ কালে ডাকে মা বলে কাতরে।

তিলং খাম্বাজ (৭১)

কেনরে তটিনী ছুটে সাগর পানে কিসের টানে।
কি প্রেম প্রবাহ রহে অতি গোপনে তাহার প্রাণে।
সুদূর নির্ঝর হতে বহিয়া প্রান্তর পথে,
তটিনী ছুটিয়া যায় আপন মনে তারি সন্ধানে।
আমার হৃদয় বেগ তেমনি তটিনী মত,
কেন না অনন্ত পানে ছুটে যায় অবিরত।
তটিনী যেমন শেষে সাগরেতে যায় মিশে,
তেমনি মিশিবে প্রাণ অনন্ত সনে চির মিলনে।

বেহাগ খাম্বাজ (৭২)

না হেরিলে তব রূপ কি কাজ নয়নে।
না শুনিলে তব বাণী কিবা লাভ শ্রবণে
অঙ্গের সৌরভ তব না করিলে অনুভব,
নিষ্ফল সে ঘ্রাণশক্তি কি ফল ঘ্রাণ গ্রহণে।
রসনাতে কিবা কাজ তব নাম না জপিলে,
ত্বকের কি প্রয়োজন তব পরশ না পাইলে।
সার্থক হবে তখন সফল ইন্দ্রিয়গণ,
সমর্থ হবে যখন তোমার ভাব গ্রহণে।
হেরিব তোমার রূপ শুনিব তোমার বাণী,
তোমার অঙ্গ সৌরভ ঘ্রাণে মোর দিবে আনি।
রসনায় তব নাম জপ হবে অবিরাম,
তোমার অঙ্গ পরশে পুলক ভরিবে প্রাণে।

খাম্বাজ বেহাগ (৭৩)

নমঃ বাসুদেব গুণাতীত হরি।
গুণান্বিত হও সৃষ্টির সঙ্কল্প করি।

প্রথমে সংকর্ষণ সর্ব্ব শক্তিময়,
প্রদ্যুম্ন ভাবেতে সৃজন সঙ্কল্প হয়।
অনিরুদ্ধ ভাবে পুনঃ করি তাহা সাধন,
হয়গ্রীব রূপ ধর শ্বেত দ্বীপে হরি।
অনাদি অনন্ত প্রভু নারায়ণ।
সৃষ্টি স্থিতি আর প্রলয় কারণ।
তোমার করুণায় সকলে তরে যায়,
দাও পদে স্থান মোরে কৃপা করি।

নট বেহাগ (৭৪)

আকাশে বাজিল আজি কাহার পদ নূপুর।
মলয় মৃদু হিল্লোলে বৃক্ষলতা হেলে দুলে,
ছড়ায় কুসুমাঞ্জলি উদ্দেশে কোন বঁধুর।
কে আসিল দেবতা যাহার আগমনে,
গাহিয়া উঠিল সুমধুর কলতানে।
কেবা সেই প্রিয়তম সকলের মনোরম,
নাচিল ধরার প্রাণ প্রীতির ছন্দে মধুর।

শ্যামকল্যাণ (৭৫)

বাঁশী বাজে সদাই।
সৃষ্টির প্রভাত হতে বিরাম নাই।
আকাশে বাতাসে সুর রহিয়াছে ভরপুর,
কান পেতে শোনে গ্রহ তারা সবাই।
অমৃতের ধারা ঝরে সে বাঁশীর সুরে,
আনন্দ প্রবাহ রচে বিশ্ব ভরে।
প্রেম আছে যার প্রাণে বাজে বাঁশী তার কানে
অপরের কাছে তার অস্তিত্ব নাই।

ইমন কল্যাণ (৭৬)

জীবন কাটে বৃথায় হরিনাম জপনা মন।
নামের মহিমা গুণে ঘুচে যাবে মোহ বন্ধন।
কোন অনাদি কাল হতে চলেছ সংসার পথে,
কতদিন এই ভাবে করিবে গমনাগমন।
ভেঙ্গে ফেল এই মেলা হরিপদে রাখ মতি,
অন্তিম সহায় আর অগতির তিনি গতি
তাহার করুণা বলে অনায়াসে যাবে চলে,
সংসারের পর পারে ঘুচে যাবে জন্ম মরণ।

পুরিয়া ধানেশ্রী (৭৭)

কিসের লাগিয়া তুমি ভাবিতেছ মন ?
পরমেশ পদে কর আত্ম নিবেদন।
তিনি করুণা পাথার অসীম দয়া তাঁহার,
কাতরে ডাকিলে করেন বাঞ্ছা পূরণ।
উচ্চ নীচ তাঁর কাছে সকলি সমান।
করুণার দানে তাঁর নাহি ব্যবধান।
যে যেমন পাত্র ধরে সে তেমন নিতে পারে,
পাত্র নির্ম্মাণের শুধু ভক্তি প্রয়োজন।

আড়ানা বাহার (৭৮)

হৃদয়ের পটে তার ছবি এঁকেছি।
দিবা বিভাবরী সে রূপ নেহারি প্রাণে কত সুখ আমি পেয়েছি।
নিরজনে যবে বসেছিনু একা কি শুভ লগনে পেনু তার দেখা,
সে রূপ মাধুরী প্রাণে গেল ভরি কিছু খানি তার ধরে রেখেছি।
কিবা মনোহর সে রূপ সুন্দর প্রাণ মন মুগ্ধ করে,
বারেকের তরে হেরিলে তাহারে কেহ কি ভুলিতে পারে।
কত পুণ্য ফলে মূরতি তাহার নয়নের পথে আসিল আমার,
সেই সুখস্মৃতি ভাবি আমি নিতি আপন জীবন ধন্য মেনেছি।

ভাটিয়ালী (৭৯)

বন্ধুর দেশেতে আমি কতদিনে যাব।
সেখানেতে তাহার দেখা সকল সময় পাব।
থাকিব সতত আমি তার কাছে কাছে,
কহিব মনের কথা যাহা কিছু আছে।
তাহার বিরহে আমি কত দুঃখ পাই,
সেই কথা ভাল করে তাহারে জানাই।
মিনতি করিব তার ধরিয়া চরণে,
মোর সাথে থাকে যেন জীবনে মরণে।
তাহারে ছাড়িয়া মোর অন্য গতি নাই,
একথা যতনেতে তাহাকে বুঝাব।

দরবেশী (৮০)

সাহস করে এগিয়ে চল যদি তাহার দেখা পাও।
ভীরুর মত পিছন দিকে কেন তুমি ফিরে তাকাও।
বিঘ্ন বাধা পথে আছে বলি কেন মিছে ডরাও,
উৎসাহে যতনে তুমি তাদের সরায়ে দাও,
তাঁর করুণার কথা তুমি মনকে বুঝাও।
দেখিবে প্রাণেতে তুমি কতখানি বল পাও,
তাহার চরণ স্মরি এগিয়ে তুমি চলে যাও,
দরশন লভি তার সকল আশা পূরাও।

রামপ্রসাদী (৮১)

কেমনে হেরিব তোমায় তুমি যে মা মহামায়া।
ঢেকেছ সবার আঁখি মায়া আবরণ দিয়া।
এই যে বিরাট বিশ্ব যাহা কিছু হয় দৃশ্য,
এ সকলি আবরণ তোমার মায়ার কায়া।

তুমি মা প্রকাশময়ী সকল জ্যোতির জ্যোতি,
তোমারে দেখিতে পাওয়া নয় সহজ অতি।
তোমার করুণা বিনা আবরণ ঘুচিবে না,
শুধু তারে দেখা দাও যারে তুমি কর দয়া।
তোমার চরণে তাই মিনতি আমি জানাই,
তোমার নিকটে মাগো করুণার ভিক্ষা চাই।
তোমার করুণা বলে আবরণ যাবে খুলে,
হেরিব তোমারে আমি ভক্তির নয়ন দিয়া।

কাফি সিন্ধু (৮২)

যাহার উদ্দেশে প্রাণ ছুটে যেতে চায় সে রহে কোথায়।
কেমনে নয়ন-পথে তারে ধরা যায়।
কুসুম সুবাস মাঝে সেকি বসে থাকে,
চাঁদিনী সুষমা বুঝি ধরে রাখে তাকে।
আকাশে আলোক মালায় তাহারে কি দেখা যায়,
অথবা লুকায়ে থাকে শ্যামল ধরায়।
যতই তাহারে ডাকি সে দূরেতে থাকে,
কেমনে তাহারে হেরি মোর দুটি চোখে।
কতদিন এইভাবে জীবন কাটিয়া যাবে,
কেবল রহিব তার দেখা প্রতীক্ষায়।

সিন্ধু কাফি (৮৩)

কতই আমারে তুমি দিতেছ ফাঁকি?
তত তুমি দূরে থাক যত আমি কাছে ডাকি।
সারাটি জীবন বেলা করিতেছ তুমি খেলা,
ছলনার রাখিয়াছ কতটুকু আর বাকি।

কতদিনে এ খেলার তুমি অবসান দিবে,
দুঃখের রজনী সুখ প্রভাত দেখিতে পাবে।
বেদনার গুরু ভার রবেনা অন্তরে আর,
তোমারে হৃদয়ে পেয়ে নিশ্চিন্ত মনেতে থাকি।

ভৈরব মিশ্র (৮৪)

কতদিনে দূর হবে মিথ্যা অভিমান ?
চিরতরে ঘুচে যাবে কর্ত্তৃত্বের ভান।
যেমন সাগর নীরে উর্ম্মিমালা খেলা করে,
মোদের জীবন লীলা তাদের সমান।
কি মহান স্রোতে ভাসি চলেছি কোথায়,
কেন করিতেছি কাজ কে তাহা করায়।
যাঁহার আদেশ মত বিশ্ব হয় নিয়মিত,
একমাত্র কর্ত্তা তিনি সর্ব্ব শক্তিমান।
তাঁহারি নির্দ্দেশ মত মোরা ঘুরি ফিরি,
তাঁহারি নির্দ্দেশ মত মোরা কাজ করি।
কেবল ভুলের বশে অহঙ্কার মনে আসে,
তাঁহারি শক্তিতে ভাবি মোরা শক্তিমান।

ভৈরবী মিশ্র (৮৫)

প্রভাত গগনে রক্তিম বরণে চরণ দুখানি কার শোভা পায়।
মলয় সমীরে যেন ধীরে ধীরে তাহার সুরভি ভাসিয়া যায়।
পাখিরা বসিয়া বৃক্ষের শাখায় মহিমার গান তাঁর বুঝি গায়,
সুরের লহরী মোহিনী মায়ায় প্রাণের ভিতরে কি ভাব জাগায়।
মস্তক আপনি নমিতে চায় উদ্দেশে তার চরণ স্মরি,
তাহার লাগিয়া হৃদয়ের মাঝে ভক্তি অনুরাগ উঠিল ভরি।
এস এস নামি হে প্রিয় দেবতা ঘুচাও সবার অন্তরের ব্যথা,
চরণ পরশে মহান হরষে শান্তির প্রবাহ বহাও ধরায়।

আশোয়ারি মিশ্র (৮৬)

হৃদয়ের দ্বারে আসি কে আজি আঘাত দিল ?
পুরাতন জানা সুরে নাম ধরে ডাকিল।
তার আহ্বান শুনি মনে হল তারে চিনি,
স্মৃতির দুয়ার খানি সহসা খুলিয়া গেল।
এস এস কাছে মোর ওগো পুরাতন সাথী,
জ্বলিছে তোমার তরে অন্তরে প্রীতির বাতি।
আজি তব আগমনে মোর হৃদয় গগনে,
প্রেমের পূর্ণিমা শশী আবার উদিত হ'ল।

গান্ধারী মিশ্র (৮৭)

আমার এ প্রাণের বীণা কেন বাজে বেসুর ধরে।
কি ব্যথা জড়িয়ে আছে তাহার গানের সুরে।
যাহার পরশ পেলে বাজে মধুর সুর তুলে,
সে বুঝি আসিল না তাই সে কাঁদিয়া মরে।
তাই তার সুরে নাহি কোনও প্রীতির ভাষা,
রয়েছে ভরিয়া তার বেদনা ভরা নিরাশা।
যাহার সে ছোঁয়া চায় কেন নাহি আসে হায়,
কেন নাহি দেয় পরশ বারেক আদর করে।

বিভাষ মিশ্র (৮৮)

চল মোরা যাই সবে হেরিতে সেই শ্যাম ধনে।
গোপনেতে আসে নাকি এখনও সে বৃন্দাবনে।
এখনও আসি সেখানে চরায় গোঠে ধেনুগণে
বাজায়ে মোহন বাঁশী বসিয়া নিকুঞ্জ বনে।

এখনও গোপনে সেথা আসে যত ব্রজনারী,
নাচে গায় সবে তারা শ্যামেরে বেষ্টন করি।
এখনও কি যমুনাতে স্রোত বহে উজানেতে,
বাঁশীর সুরেতে যবে নৃত্য করে ময়ূরগণে।

ঝিঝ্ঁট মিশ্র (৮৯)

যুগ যুগ আসা যাওয়া করি কিসের কারণে জানি না।
কি সুখ আশায় আসি এ ধরায় তাহাত বুঝিতে পারি না।
সত্য সুখ হেথা নাহি যায় পাওয়া তবু করিতেছি বৃথা আসা যাওয়া,
সুখ বলি যারে রাখি বুকে ধরে সেই দেয় প্রাণে যাতনা।
কতদিনে মোর এ মোহ কাটিবে, পোহাবে ভ্রান্তির নিশি,
জ্ঞানের উদয়ে সত্যের আলোক নয়নে ফুটিবে আসি।
ঘুচে যাবে এই মিথ্যা আবরণ ভেঙ্গে যাবে এই সংসার স্বপন,
সত্য সুখ যাহা প্রাণে লভি তাহা আর করিব না আনাগোনা।

সিন্ধু মিশ্র (৯০)

মনের মাঝে জ্ঞানের প্রদীপ সহসা বুঝি নিভিয়া গেল।
অজ্ঞান আঁধার ঘনায়ে আসি মোহের রাতি তাই আনিল।
কোথায় যেন হারিয়ে গেছি ভুল পথে তাই চলেছি,
জানা পথ যায় না চেনা একি মহা বিপদ হল।
কোথায় আছ জগত জ্যোতি জেলে দাও জ্ঞানের বাতি,
দূরে যাবে অজ্ঞান আঁধার পোহাবে মোহের রাতি।
খুলে যাবে বিবেক নয়ন মনকে আমি বলিব তখন,
যেওনা আর ভুল পথেতে সত্য পথে সদাই চল।

কাফি মিশ্র (৯১)

কত অমি বুঝাই তোমায় শোন না মোর একটি কথা।
আপন ইচ্ছায় বেড়াও মন সকল সময় যথা তথা।
সুখের আশায় বাহিরে যাও সুখ কিন্তু কিছু কি পাও,
যখন তুমি ফিরে আস প্রাণে তোমার কতই ব্যথা।
এমন করে কত দিন বেড়াবে তুমি ঘুরে ঘুরে,
সুখ কি পথে পড়ে আছে আনবে তারে কুড়িয়ে ঘরে।
এখন বসি আপন ঘরে খুঁজে দেখ যতন করে,
হৃদয় গুহার মাঝে হয়ত পাবে তাহার দেখা সেথা।

কানাড়া মিশ্র (৯২)

(আজি) রাকাশশী কেন আর হাসিল না।
সহসা মেঘ আসিল আকাশ ভরিয়া গেল,
জ্যোছনার শোভা আর রাখিল না।
কেনরে মলয় বায় আর নাহি বহিয়া যায়,
কুঞ্জে পিক আর কেন গাহিল না।
কাহার অভাবে হায়, বিষাদ আসিল এ ধরায়,
আজি এ ঝুলন রাতে আছি যার প্রতীক্ষায়,
কেন সে নিঠুর কাছে আসিল না।

দেশ মিশ্র (৯৩)

(আমি) কেন সদা গান গাই ?
তাহার হৃদয় মাঝে করুণা জাগাতে চাই।
মনে হয় মোর গানে তারে কাছে আনে টেনে,
এই আশে আমি তাই গান গাই সর্ব্বদাই।

করুণ স্থরেতে মোর এই গান গাওয়া,
মনে হয় তার সাথে প্রাণের কথা কওয়া।
সে যে করুণাময় তাই ভরসা হয়,
রাখিবে না দূরে, দিবে চরণ তলেতে ঠাঁই।

ভীমপলশ্রী মিশ্র (৯৪)

এস গিরিধারী গোবিন্দ মুরারি পতিত পাবন প্রভু নারায়ণ !
তব পদে নাথ করি প্রণিপাত নিরঞ্জন হরি সত্য সনাতন !
তোমারে ভুলিয়া সংসারে আসিয়া, দিন গুলি যায় বৃথায় কাটিয়া,
অজ্ঞান নিদ্রায় মগন থাকিয়া হেরিতেছি শুধু মোহের স্বপন।
কত শোক তাপ দুঃখ দৈন্য আর রয়েছে সে স্বপন ভরিয়া।
তুমি না করিলে কে করিবে দয়া যাবে তারা দূরে সরিয়া।
কাতরে তোমারে ডাকিতেছি নাথ মোর প্রতি কর কৃপা দৃষ্টিপাত,
দেখা দাও হরি বাঞ্ছা পূর্ণকারী দাও প্রভু তব চরণে শরণ।

সাহানা মিশ্র (৯৫)

মোহের নেশা আসি যদি রাখে মোরে ঘুম পাড়িয়ে।
কঠিন আঘাত দিয়ে মোরে দিও সে মোহ সরায়ে।
ভুলে যদি থাকি তোমায় দিও দুঃখ প্রভু আমায়,
কাতর নয়ন নীরে সে ভুল যাবে ভাসিয়ে।
প্রলোভনের ঘরে যদি সদাই আমি বসে থাকি,
দিও সে ঘর ভাঙ্গিয়া রাখিও না একটু বাকি।
কঠিন শাসনের ঘরে রেখ বেঁধে কৃপার ডোরে,
যেন আমি কোন মতে না আসি দূরে পালিয়ে।

কেদারা মিশ্র (৯৬)

কে তুমি আসিলে আমার কুটীরে প্রীতির মূরতি প্রেমের আধার।
কি শুভ লগনে আমার ভবনে পড়িল চরণ ধূলি তোমার।
ঘরে নাই মোর কিছু আয়োজন কিরূপে পূজিব রাজীব চরণ,
কোথায় পাইব এমন আসন যোগ্য হইবে বসিবার।
নয়নেতে শুধু আছে অশ্রুজল প্রাণে আছে ভালবাসা,
গোপন হৃদয়ে রয়েছে লুকান তোমার মিলন তৃষা।
বাহ্য পূজা না হ'লে আমার খোলা রহিয়াছে হৃদয়ের দ্বার,
প্রীতির আসনে বসায়ে সেখানে ভক্তিপুষ্পে হবে পূজা তোমার।

হাম্বির মিশ্র (৯৭)

কেমনে তোমার দেখা বল প্রভু পাওয়া যায়?
সারা বিশ্ব খুঁজে তোমার দেখা পাওয়া হল দায়।
চিনি না তোমারে তাই সতত বুঝি হারাই,
থাকিলেও কাছে তুমি দূরেতে রাখি তোমায়।
তোমার করুণা বিনা কেমনে তোমারে চিনি,
পরিচয় দাও প্রভু নিকটে আসি আপনি।
তোমারে চিনিলে প্রভু আরকি হারাব কভু,
হেরিব সারাটি বিশ্ব, ভরা তব প্রতিমায়।

কামোদ মিশ্র (৯৮)

সান্ধ্য সমীর আনিল বহি কি এক শুভ বারতা।
কানে কানে বলে গেল কাহার আসার কথা।
স্বরগ হতে কোন দেবতা মরতে নামিল আসি,
চরণ পরশে তার ধরার প্রাণ হল খুসী।
কাননে ফুল ফুটে উঠিল পাখিরা সব গান ধরিল,
চাঁদিনী দিল অধিক করে তাহার হাসির উজ্জ্বলতা।

আকাশের গ্রহতারা অবাক হয়ে চেখে দেখে,
সমীর মনের সুখে প্রদক্ষিণ করে তাকে।
এক অজানা প্রীতির টানে ভেসে এল আমার প্রাণে,
তাহার রূপ দেখার তরে আবেগ ভরা ব্যাকুলতা।

মল্লার মিশ্র (৯৯)

কি রূপে চিনিব তোমায় তুমি অচিন্ত্য রূপিনী।
বিশ্বের অতীত পুনঃ মহাবিশ্বের জননী।
রবি শশী দোঁহে তারা তোমার নয়ন তারা,
দ্যুলোকে মস্তক তব চরণে শোভে মেদিনী।
সবার অতীত তুমি সবার মাঝেতে থাক,
তোমার স্বরূপ কিন্তু সদাই লুকায়ে রাখ।
যে তোমার কৃপা পায় সে শুধু দেখিতে পায়,
তোমার কল্যাণ মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ রূপিনী।

বেহাগ মিশ্র (১০০)

তোমার চরণে প্রভু মতি না হইলে কভু
কেমনেতে হবে মোর কল্যাণ সাধন,
তুমি সর্ব্বশক্তিমান দয়াময় ভগবান
অগতির গতি প্রভু পতিত পাবন।
তুমি সকলের শ্রেয় পূজনীয় রমণীয়
তোমারে ছাড়িয়া নাথ সকলই অনিত্য হেয়
তুমি প্রেমের আধার করুণার পাথার
সবার আত্মীয় বন্ধু নিতান্ত আপন
তব করুণাতে নাথ সহজেই হব পার
দুঃখের জলধি এই সংসার পাথার
তেমার কৃপাতে থাকি তব পদে মতি রাখি
দেহান্তে তোমার ধামে করিব গমন।

গারা মিশ্র (১০১)

কিসের লাগি সাজাও এত পূজার উপকরণ
আগেতে চাই তাহার তরে অন্তরের আবেদন।
প্রাণের টানে না ডাকিলে দেবতা শুনিতে না পায়
বারেক দিবে না সাড়া ডাকা শুধু হবে বৃথায়।
যদি পূজা করিতে চাও হৃদয় পানে ফিরে তাকাও
দেখনা সেথা কিবা রহেছে তাহার চরণ পূজার মতন।
যদি থাকে ভক্তি কুসুম যতনে সাজায়ে তায়
শ্রদ্ধার অঞ্জলী ভরি রাখ তাহার রাঙ্গা পায়
যদি পার আপনারে উৎসর্গ করিতে তারে
দেবতা আসি দিবে দেখা করিবে পূজা গ্রহণ।

ভজন (১০২)

মোর হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝে এস দোঁহে রাধাশ্যাম।
দুজনার আগমনে হবে দেহ ব্রজধাম।
তখন আমার ইন্দ্রিয়গণ রাখাল রূপ করি গ্রহণ,
চরাবে বিষয় ধেনুগুলি তব নির্দ্দেশ মত শ্যাম।
আমার মনের বাসনা কামনা হবে তারা ব্রজনারী,
আসিয়া নিকটে দুজনার, থাকিবে সতত দোঁহারে ঘিরি।
ভক্তি শ্রদ্ধা ললিতা বিশাখা রূপ ধরি সেথা আসি দিবে দেখা
প্রেম বৃন্দাসখী রূপ ধরি থাকিবে সেখানে অবিরাম।

দেশকার (১০৩)

প্রভাত আলোকে কে তুমি আসিলে
কি মোহিনী মায়া ধরাতে রাখিলে।
কুসুমিত বনে মলয় পবনে
মৃদুল হিল্লোলে পুলক জাগালে।

সরসীর বুকে হাসে কমলিনী
মধুর ছন্দেতে নাচিছে তটিনী
কে তুমি মায়াবী আঁকিছ এ ছবি
কেন নাহি মোর প্রাণে সাড়া দিলে।

দেবগিরি (১০৪)

(আজি) আসিল প্রভাত বায়ে বাণী কাহার
ভরে গেল সুখ আবেশে হৃদয় আমার।
মনে হ'ল দূর অতীতে ছিলাম তাহারি সাথে
ঘিরে ছিল চারিদিকে অমৃত পাথার।
কি মোহিনী মায়ার বশে তাহারে ভুলি
এসেছি মাখিতে হেথা বাসনা ধূলি
এখন শত বেদনায় প্রাণ ফিরে যেতে চায়
তাই বুঝি পাঠাল আমায় আমন্ত্রণ তার।

দেবগিরি বেলাওল (১০৫)

কাহার বাঁশরী সুরেতে মন ভুলিল
আয় আয় আয় বলে মোরে ডাকিল।
কোথায় রয়েছে বসি কেন সে বাজায় বাঁশী
কিসের তরেতে কাছে যেতে বলিল।
আমি তো চিনি না তারে, সে চেনে মোরে
তাই ডাকিতেছে এত সোহাগ করে
কিন্তু সে রয়েছে কোথা কেমনে যাইব সেথা
পথের নিশানা কেন নাহি কহিল।

গুর্জ্জরী টোড়ী (১০৬)

কিসের লাগিয়া মালা গাঁথি
করিয়া কত যতন করি কুসুম চয়ন
গাঁথি এ মালা নিতি নিতি।
কতই দিবস গেল কত মালা শুকাইল
তবু আসিল না ফিরে মোর বাঞ্ছিত সাথী।
তবুও তাহার লাগি বসিয়া থাকি
আশার প্রদীপ খানি জ্বালিয়া রাখি
সাথী মোর ঘরে এলে মালা দিয়া তার গলে
জানাব তাহারে মোর যত মিনতি।

মিঞাকি টোড়ী (১০৭)

কাহার আনন্দ ধারা প্লাবিত করিছে ধরা
সেই স্রোতে ভাসিতেছে আকাশেতে গ্রহতারা।
কাননে কাননে তাই কুসুম ফুটিয়া রয়
পুলক হিল্লোলে তাই মৃদুল মলয় বয়
পাখিরা তুলেছে তান মন প্রাণ মাতোয়ারা।
আকাশেতে গ্রহতারা ভূষিত আলো সজ্জায়
যাহার পানেতে তারা হাসির নয়নে চায়
কি মহাহরষে আছে তাদের অন্তর ভরা।
কেবা সেই আনন্দময় সকলের মহীয়ান
বিশ্বদেবগণ গায় যাহার মহিমা গান
তুলিয়া মোহন তান প্রীতির সুরেতে ভরা।

জংলা (১০৮)

প্রভু কতই দিয়াছ তুমি মোরে খেলিতে
কতই জীবন এ'ল, সুখ দুঃখে কেটে গেল পারি নাই তবু খেলা শেষ করিতে।
মনে করি আর আমি খেলিব না সংসারের সুখ দুঃখে আর থাকিব না
কিন্তু কি মায়ায় ঘিরেছে আমায় পারি নাই কিছুতেই দূরে থাকিতে।
কবে তোমার করুণা হবে এই খেলা শেষ করিবে
থাকিব নিশ্চিন্ত মনে সতত তোমার ধ্যানে,
মায়া আর পারিবেনা মোরে ধরে রাখিতে।

হাম্বির (১০৯)

কেনরে তটিনী ছুটে যায়, কি সুখ আশায়
মধুর কল্লোল সুরে কি গান সে গায়।
পর্ব্বত শিখর হতে ধরাতে নামিয়া
কি উচ্ছ্বাস ভরে সে চলেছে বহিয়া
যখন সাগরে আসি তার স্রোত যায় মিশি
কি মহা উল্লাস মাঝে আপনা হারায়।
কেননা আমার মন তটিনী স্রোতের মত
প্রেমের বারিধি পানে ছুটে যায় অবিরত
তুলিয়া মধুর তান গাহিয়া মিলন গান
কেননা তাহার সাথে মিশে যেতে চায়।

ভজন (১১০)

প্রভূ করুণা নয়ন মেলি চাও
ভ্রান্তির মলিন পথে কেন যেতে দাও।
সত্যে বিমল পথে টেনে মোরে নাও
ভ্রান্তির মলিন পথে আমি চলি যত জীবনের দুঃখ কষ্ট পাই আমি তত
আমারে কি দুঃখ দিয়া তুমি সুখ পাও?

জানি তুমি দয়াময় পতিত পাবন
সকল দুঃখ তুমি কর বিমোচন
তোমার নিকটে তাই এ মিনতি করি তোমার চরণ তরী আন ত্বরা করি
আমার দুঃখের ঘাটে সে তরী লাগাও
সেথা হতে পর পারে মোরে নিয়ে যাও।

ঝিলা (১১১)

কিখেলা খেলিছ প্রভু রচি এ সংসার
কতই রেখেছ খেলা সুখ দুঃখ আর।
সংসারের রঙ্গমঞ্চেতে কতই রূপেতে আর কতই সাজেতে
অভিনেতা অভিনেত্রী আসে বার বার।
কভু হাসে কভু কাঁদে কভু নাচে গায়
খেলা শেষ করি তারা কোথা চলি যায়
পুনরায় তাদের স্থলে রঙ্গমঞ্চেতে আসি নূতন লোক খেলে
একে একে তারা সব চলে যায় আবার।
শুধু রঙ্গমঞ্চ থাকে সদা বিদ্যমান
একমাত্র দ্রষ্টা তুমি সর্ব্বশক্তিমান
আর প্রিয় ভক্তজনে দেখাও এ খেলা তুমি সঙ্গোপনে
(তারা) অবাক হইয়া দেখে খেলা চমৎকার।

শুদ্ধ সারঙ্গ (১১২)

মোরা যাত্রা করেছি কোন সুদূর প্রভাতে
কি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি সংসার পথেতে।
অতীব কুটিল পথ তায় বিঘ্ন বাধা শত
সহজে পোরে না কারও মনোরথ
হৃদয় দোলে সদা আশা নিরাশাতে।

কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছি তাহা ভুলে যাই
বাসনার ছলনাতে ঘুরিয়া বেড়াই
না চলিলে সাবধানে আপন গন্তব্য পানে
হৃদয়ে লয়ে বল ভরসা রাখি প্রাণে
কেমন পারিব যেতে সে অভীষ্ট দেশেতে।

মালশ্রী (১১৩)

এনেছি প্রভু তোমার তরে আমার সাধের ফুলের ডালি
রেখেছি সাজায়ে তায় বিবিধ রঙ্গের কুসুম গুলি।
করিয়া কত যতন করেছি সে কুসুম চয়ন
গেঁথেছি মালা কত আপনার মনের মতন
সোহাগ করি দিব তোমার গলায় সে মালাগুলি।
মধুর অধরে তোমার উঠিবে ফুটি সুধা হাসি
হেরি আমার প্রাণ যাবে সুখ স্রোতে ভাসি
তখন আমার মনে সাধ পূর্ণ হবে সকলি।

মালকোষ (১১৪)

কেন প্রভু মোরে রাখিলে দূরে
সংশয় আঁধারে আনিয়া আমারে রাখিয়াছ সেথা সতত ধ'রে।
তোমার স্বরূপ মোর জানা নাই তাইত তোমারে দেখিতে না পাই
তাই বুঝি আমি তোমারে হারাই রাখিতে পারি না ধরি অন্তরে।
দাও প্রভু মোরে জ্ঞানের আলোক সংশয় দূরেতে যাবে
তোমার করুণা পরশ পেয়ে অন্তর বিশুদ্ধ হবে
চিত্ত হইলে নির্ম্মল দর্পন প্রতিবিম্ব তব করিবে গ্রহণ
তোমার স্বরূপ জানিয়া তখন পারিব রাখিতে হৃদি মাঝারে।

দাদরা (১১৫)

হেরিব তারে আপন ঘরে

খুঁজিব না তারে মন্দিরে আর করিব না সন্ধান তীর্থতে তার

অন্তর্যামী রূপে সতত আমার রয়েছে অন্তরে হৃদয় পুরে।

ভক্তি শ্রদ্ধায় করিয়া যতন করিব শুদ্ধ অন্তঃকরণ

সেখানে তাহারে করি দরশন রাখিব ধরে প্রেমের ঘরে।

মানস নয়নে সতত হেরি শোক তাপ সব যাব পাসরি

আনন্দ তখন থাকিবে ভরি মোর অন্তরে চির তরে।

কেদারা (১১৬)

আমি র'ব না দূরে

পিতম ডেকেছে মোরে বাঁশীর সুরে।

কত দিন তারে আমি ভুলে রয়েছি

মোহের স্বপন মাঝে হারায়ে গেছি

আশার কুহেলিকা মায়ার মরীচিকা

রয়েছে সতত মোর চৌদিকে ঘিরে।

বাঁশরী সুরেতে মোর চমক এল

মোহের স্বপন মোর ভাঙ্গিয়া গেল

কুহেলিকা গেল সরে মরীচিকা গেল দূরে

প্রেমের আলোকে গেল হৃদয় ভ'রে।

পট মঞ্জরী (১১৭)

আমি জীবনে মরণে অবিরাম

জপ করি যেন হরি তব প্রিয় নাম

ক্ষণেকের তরে ভুলিয়া তোমায়

যেন নাহি থাকি প্রভু ঘনশ্যাম।

তুমি যে নাথ করুণাময় শোক তাপ নাশকারী,
সংসার সাগর পারের তরে তুমি প্রভু কাণ্ডারী।
মোরে কৃপা করি দেখা দাও হরি,
চির তরে হই পূর্ণ মনস্কাম।

কীর্ত্তন (১১৮)

কত দিন আর রব অপেক্ষায় পথের দিকেতে কেবল চেয়ে,
কখন তুমি আসিবে ফিরে এই আশা বুকে রাখিয়ে।
(তুমি ত এলে না দেখা ত দিলে না রহিলে বিমুখ হয়ে)
কি দোষ করেছি আমি তোমার চরণে স্বামী,
তাই মোর কথা মনে পড়িল না রহিলে মোরে ভুলিয়ে।
তুমি ত প্রভু পতিত পাবন অগতির গতি অধম তারণ
আমি ত পতিত অগতি অধম কেন মোর পানে দেখ না চেয়ে।
তুমি ত প্রভু করুণাময় পরের দুঃখে তোমার দুঃখ হয়,
কিবা মহাপাপ করিয়াছি আমি তাই মোর পানে দেখ না চেয়ে।
গোবিন্দ বলে সময় হলে অবশ্য তার দরশন মেলে,
যত দিন তার হবে না সময় থাকিতে হবে বিরহ সহে,
আর নয়ন জলে ভাসিয়া ডাকিতে হবে তারে কাঁদিয়ে।

ইমন (১১৯)

কেমনেতে পাব আমি তারে চাই যারে ?
কোথায় লুকায়ে থাকে ভুলায়ে আমারে।
জানি রহিয়াছে সে আমার ভিতরে অন্তর্যামী রূপে সদা আমার অন্তরে,
তবু কেন এ কথাটি অমি ভুলে থাকি
কেন না তাহারে আমি খুঁজে নাহি দেখি,
হয়ত যতন করি খুঁজিলে তাহারে দেখিতে পাইব মোর হৃদয় মাঝারে॥

সাহানা (১২০)

আসিল কি জগন্মাতা ধরাতে শান্তির তরে ?
শান্ত মলয় বায় তাই ধীরে বহি যায়,
পাখিরা তুলিল তান তাই মিলনের স্বরে।

তোরণে তোরণে তাই বাজিছে মধুর বাঁশী,
ঘরে ঘরে উঠিয়াছে তাই উচ্ছ্বসিত হাসি,
শোক তাপ চির তরে যাইল কি দূরে সরে,
আনন্দের স্রোত পুনঃ এল কি ধরাতে ফিরে।

ঘুচে গেল হিংসাদ্বেষ পরস্পর ভেদভাব,
জাগিল সবার প্রাণে সৌজন্যের সদ্ভাব,
দূরে ছিল ভাই ভাই মিলে সবে একঠাঁই,
মায়ের চরণ তলে প্রীতি কোলাকুলী করে।

ছায়ানট (১২১)

কাহার রমণী এল দনুজ দলন তরে ?
গলে দোলে মুণ্ডমালা ত্রিশূল কৃপাণ করে।
কপালেতে শোভে শশী চতুর্ভুজা মুক্তকেশী,
জলদ বরণ তনু রুধির পড়িছে ঝরে।

অট্টহাসি মুখে সদা কেবা সে ভীষণা নারী,
পলায় দনুজ দল তাহার রূপ নেহারি,
ভীষণ হুঙ্কার করি বধিল কতই অরি,
ভয়েতে ধরণী তাই কাঁপিতেছে থর থরে ॥

নট কেদার (১২২)

আজি এ চাঁদিনী রাতে কে বাঁশী বাজায় ?
সুরের মধুর তানে কি সুধা ঢালিছে প্রাণে,
হরিছে সবার মন মোহিনী মায়ায়।
কোথায় রয়েছে বসি সে মহা মায়াবী ?
সবার হৃদয় কেন করিতেছে দাবি,
মধুর বাঁশীর সুরে চিত্ত হরণ করে
যাইতে তাহার কাছে টানিছে সবায় ॥

নট মল্লার (১২৩)

কেন মোরে দূরে রাখিলে ?
কতই যুগ কাটিল কতই জনম হ'ল
তবু নাহি দেখা দিলে।
কতই দুঃখ রজনী দিলে মোর প্রাণে আনি,
ক্ষণিক সুখ প্রভাত কতই দেখালে নাথ,
তাহাতে কি মন ভোলে।
সংসারের খেলা ঘরে আর রাখিও না ধরে
সংসারের পর পারে নিয়ে যাও প্রভু মোরে,
যেথা তব দেখা মিলে ॥

কেদারনট (১২৪)

রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু নূপুর বাজে,
নব জলধর শ্যাম কলেবর,
নওল কিশোর নাচে মধুবন মাঝে।
ওগো ব্রজবালা কেন থাকো ঘরে,
গৃহকাজ ফেলি এস ত্বরা করে,
আসি মধুবনে নিরখ নয়নে,
তোদের চিতচোর রাখালরাজে।

আয় সব ব্রজবালা শ্যামরায়ে ঘিরি,
নাচ কুতূহলে হাতে হাত ধরি,
সে লীলা মাধুরী নয়নেতে হেরি,
স্মৃতি ধরে রাখি মনের মাঝে ॥

ভাটিয়ালী (১২৫)

ও জীবন মরণের সাথি,
মোর পানে ফিরে তাকাও কাছে এসে বলে যাও,
কেন তুমি দুঃখ দাও আমায় দিবস'রাতি ?
আমি চাই তোমারে বন্ধু কাছে রাখিতে,
তুমি কেন চাও সদা দূরে থাকিতে,
বুঝিতে পারি না তোমার এ কি রকম রীতি।
কত আশা করে করিলাম তোমায় সঙ্গী,
বুঝিতে পারি না তোমার এখন ভাব ভঙ্গি,
মোর প্রতি নাহি বুঝি তোমার আর প্রীতি ?
যা হোক্ তুমি এস কাছে মোরে কৃপা করে,
রাখিব তোমারে আমি চরণ ধরে,
তোমার নিকটে এই কাতর মিনতি ॥

টহলদারী (১২৬)

তুমি ভাবিছ মনে অতি যতনে বাঁধিবে ঘর সংসারে,
কত সুখ কল্পনা করে রাখিয়াছ তুমি তাহারে ঘিরে।
কতই মধুর আশার ছবি আঁকিছ তুমি সেখানে কবি,
ভাবিছ মনে তাহারা সবই থাকিবে সদা তোমারে ঘিরে।
কখন বিপদ বন্যা আসি ভাসিয়ে দিবে সে ঘর তোমার,
সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া যাবে করিবে শুধু হাহাকার,
তাহার চেয়ে ছাড়ি দুরাশা বৈরাগ্যের ঘরে বাঁধ বাসা,
হয়তো তোমার সুখের আশা পূর্ণ হবে চিরতরে ॥

মঙ্গল ভৈবর (১২৭)

পরম মঙ্গল তুমি দেব নারায়ণ,
বিশ্বের করিছ সদা কল্যাণ সাধন।
তোমার করুণা বলে দুঃখ দৈন্য যায় চলে,
প্রীতির মধুর রসে ভরে যায় মন।
অসার বাসনা যত দূরেতে পলায়,
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম আসি প্রাণে স্থান পায়,
উচ্চ নীচে সমভাব তোমার প্রভু স্বভাব,
সমান ভাবেতে কর কৃপা বিতরণ॥

গুণকেলি (১২৮)

চলেছি সকলে মোরা মাকে দেখিতে,
এসেছেন মহামায়া আজি মহীতে।
প্রভাত অরুণ আলো তাই চোখে লাগে ভাল,
প্রাণেতে বাজিছে বাঁশী প্রীতি সুরেতে।
হেরিয়া মায়ের রূপ নয়ন ভরি,
মোদের জীবন সবে সার্থক করি,
মনজবা দিয়া পায় পূজিব মহামায়ায়,
অহঙ্কার দিব বলি তারে তুষিতে॥

ভাটিয়ার (১২৯)

স্মৃতির রাজ্যেতে থাকি করি জাগরণ খেলা,
স্মৃতি ও সংস্কার লয়ে বসাই স্বপন মেলা।
একটিকে ভাবি সত্য অন্যে ভাবি মায়া,
একটিকে ভাবি দেহ অন্য তার ছায়া,
কিন্তু এ দোঁহার মাঝে কি রহস্য রহিয়াছে,
কে পারে বুঝিতে তার বিচিত্র অদ্ভুত লীলা।

কোন মহা যাদুকর এ দোঁহারে আনে,
কভু জাগরণে কভু স্বপনেতে টানে,
কেবা সেই লীলাময় যাঁহার সঙ্কল্পে রয়
বিবিধ ঘটনা ভরা মহবিশ্ব নাট্যশালা ॥

আলাহিয়া বেলাওল (১৩০)

মনেতে ভরসা দাও প্রাণে দাও শক্তি,
হৃদয়েতে দাও নাথ শ্রদ্ধা আর ভক্তি।
তোমার নির্দ্দেশ মত চলিব আমি সতত
সংসারের সুখ দুঃখে রবেনা আসক্তি।
অনুরাগ অর্ঘ্য করে দাঁড়ায়ে রয়েছি দোরে,
কৃপা করে নাও নাথ আমারে তোমার ঘরে,
তোমার নিকটে থাকি তোমারে সতত দেখি,
দাস হয়ে রব কাছে চাহিব না মুক্তি।

গৌড় সারঙ্গ (১৩১)

প্রভাত আলোকে আজি কি সুর বাজে ?
ধরণী সাজিল কেন কুসুম সাজে।
আজি এ মলয় বায় কাহার পরশ চায়,
কূজিতেছে পিক কেন কানন মাঝে।
তটিনী কাহার কথা বলে কল্লোলে
বৃক্ষলতা নাচে কেন মৃদু হিল্লোলে,
আজি এ মধু প্রভাতে কে বুঝি এল ধরাতে,
তাহার নূপুর বাজে হৃদয় মাঝে॥

বিলাসখানি টোড়ী (১৩২)

দিয়াছ সকলি আমারে প্রভু দাওনি কেবল মোরে
হেরিতে তোমার প্রেমময় রূপ বারেক নয়ন ভরে।
দিয়াছ আমারে মানব জীবন দিয়াছ মোরে ধন পরিজন,
জীবনে যাহা আছে প্রয়োজন দিয়াছ করুণা করে।
তব মহিমায় রাখিয়াছ প্রভু বিশ্ব পূর্ণ করি,
তাই দেখে আমি ভুলিয়া রয়েছি তব রূপ নাহি হেরি,
সব মহিমার থাকি অন্তরালে তোমার স্বরূপ কোথায় লুকালে,
বারেক দেখাও সে মূরতি তব হেরিব নয়ন ভরে।

দেশী টোড়ী (১৩৩)

ওরে মন বীণা তুলিয়া মোহন তান,
গাওরে বিশ্বপতির মহিমার যশগান।
কত আয়োজন করে রেখেছেন এ বিশ্ব ভরে,
জীবের মঙ্গল তরে তাঁহার কল্যাণ দান।
কত শ্রদ্ধা ভক্তি আছে লুকায়ে তার ভিতরে,
কতই প্রেমের সুধা রয়েছে তার অন্তরে,
যত প্রিয় ভক্তগণ সাদরে করি গ্রহণ
ধন্য করিতেছে তারা সবে আপনার প্রাণ।

বাগেশ্বরী (১৩৪)

কোথায় রয়েছ তুমি জগতপতি ?
করুণা নয়নে চাও আমার প্রতি।
তোমার করুণা বিনা কারও ভাগ্যে সম্ভবেনা,
লভিতে এ ধরাতলে উত্তমা গতি।

তব করুণাতে প্রভু মনে ভক্তি প্রীতি আসে,
তোমার কৃপাতে প্রাণ ডুবে থাকে প্রেমরসে,
তোমার নিকটে তাই প্রভু এই ভিক্ষা চাই,
থাকে যেন তব পদে বিশুদ্ধা রতি।

রাগেশ্বরী (১৩৫)

কেন না ডাকিলে মোরে আসি প্রভু মোর দোরে ?
শুধুই দূরেতে থাকি ডাকিলে বাঁশীর সুরে।
জান না কি সংসারেতে শুধু খেলা করি,
বারেক তোমার নাম ভুলেও না স্মরি,
আমি যদি ভুলে থাকি তুমি কি ভুলিবে মোরে।
দিয়াছ যে খেলা তাহা খেলি এক মনে,
তোমার সুদূরে ডাকা শুনিব কেমনে,
মোরে যদি ভালবাস দ্বার ভাঙ্গি গৃহে এস,
তবে এ খেলার নেশা ঘুচে যাবে চির তরে।

সুঘরাই কানাড়া (১৩৬)

জানি রয়েছি সদা তোমার ঘরে,
রেখেছ সেখানে মোরে যতন করে।
তবু কেন ভয় হয় প্রাণে আসে সংশয়,
তুমি বুঝি কাছে নয়, রয়েছ দূরে।
মনে কেন এই ভুল আসে, নাহি তুমি সদা মোর পাশে,
আছ তুমি সারা বিশ্বময় জানি ইহা আমি নিশ্চয়,
আমিও বিশ্বছাড়া নয় কেমনে রহিবে তুমি দূরে ॥

ভজন (১৩৭)

বাঁশরী বাজিল কেন আজি সুমধুর সুরে,
আসিল কি শ্যামরায় ব্রজধামে ফিরে ?
সে মধুর মুরলী সুরেতে মন প্রাণ লয় হরে,
ব্রজনারী গৃহকাজ আর তারা কেমনেতে করে।
মুরলী বাজিছে ময়ূরী নাচিছে,
নীপশাখে পিক কূজন ধরেছে,
আকাশেতে পূর্ণ শশী স্থির হয়ে আছে বসি,
উজানে যমুনা স্রোত তাই বহে কলস্বরে।
আসিয়াছে ঘনশ্যাম পূর্ণ কর মনস্কাম,
ব্রজনারী ছুটে এস সবে ত্বরা করে।

টপ্পা (১৩৮)

প্রভু করুণা নয়নে চাহ মোর পানে দিওনা মোরে ফিরায়ে,
কত আশা করে তোমার দুয়ারে রহেছি আমি দাঁড়ায়ে।
বেলা অবসানে অবসন্ন প্রাণে আসিয়াছি নাথ তব সন্নিধানে,
পরিশ্রান্ত আর কম্পিত চরণে আসিয়াছি পথ চলিয়ে।
কত প্রলোভন বিঘ্ন বাধা আর ছিল পথ আগুলিয়া,
কত দ্বিধা ভয় ভ্রান্তি সংশয় রেখেছিল মোরে ধরিয়া,
কি মহা প্রয়াসে তাহাদের ঠেলি আসিয়াছি নাথ আমি পথ চলি,
দূরেতে রেখনা বিলম্ব কোরনা দেখা দাও দ্বার খুলিয়ে ॥

পিলু বারোঁয়া (১৩৯)

কেন থাকি মিথ্যা স্বপনে ?
ভুলের দেশে আসিয়া আপনারে হারাইয়া,
ঘুরিয়া বেড়াই শুধু মোহ গহনে।

সেখানে ভ্রমিয়া আমি কত কষ্ট পাই,
বেদনার কাঁটা অঙ্গে ফুটিছে সদাই,
বিবেক নয়ন মেলি ঘুচায়ে মায়ার ঠুলি
কেন নাহি ফিরে আসি সত্য জীবনে।
সেখানেতে আপনারে আমি খুজে পাব,
জ্ঞানের ঘরেতে বসি সুখে থাকিব,
ঘুচে যাবে ভুল ভ্রান্তি প্রাণে পাব মহাশান্তি,
হেরিব আনন্দ জ্যোতি হৃদি গগণে ॥

ভজন (১৪০)

(প্রভু) তোমার মধুর নাম
অন্তরে সতত যেন জপ করি অবিরাম।
তুমি সকলের প্রিয় সকলের বাঞ্ছনীয়,
সবার আনন্দ তুমি প্রীতি প্রেম প্রাণারাম।
তোমার ইচ্ছাতে প্রভু সকলি সম্ভব হয়,
তোমাতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় রয়।
তুমি প্রভু জগৎ স্বামী বিশ্বাতীত অন্তর্যামী,
তুমি সত্য নিত্য বুদ্ধ চির শান্তি মোক্ষধাম ॥

ইমন কল্যাণ (১৪১)

প্রভু জীবন বিফলে কেটে যায়,
হইল না বুঝি পূজা করা তোমায়।
এখন রয়েছে মোর বিষয়ে আসক্তি,
আসেনি প্রাণের মাঝে সংসারে বিরক্তি,
এখনো বাসনানলে আমার অন্তর জলে,
হৃদয় রয়েছে ভরা মৃগ তৃষিকায়।

কত দিনে হবে তব পদে মোর মতি,
আসিবে প্রাণের মাঝে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি,
কবে অনুরাগ ভরে কাঁদিব তোমার তরে,
আপনারে নিবেদিব তব রাঙ্গাপায় ॥

রাগেশ্বরী বাহার (১৪২)

চির শান্তি লাভ তরে যদ্যপি বাসনা থাকে,
অভিমান পরিহরি দীনতায় প্রাণ ভরি,
কাতর হৃদয়ে ডাক সন্তাপহারিণী মাকে।
বড়ই করুণাময়ী সেই স্নেহময়ী মাতা,
সহিতে পারে না কভু সন্তানের মনোব্যথা,
কাতরে ডাকিলে ছেলে যতনেতে লয় তুলে,
চির শান্তিময় কোলে সতত বসায়ে রাখে ॥

জয়ন্ত মল্লার (১৪৩)

আষাঢ় রাতে বারি পাত সাথে
কে বুঝি আসিল নূপুর বাজিল,
রিমি ঝিমি রিমি সুরের মায়াতে।
তাহারে দেখিয়া বিজলী চমকিল,
গুরু রবে মেঘ ডমরু বাজিল,
এ'ল কৃপা করি লয়ে শান্তি বারি,
তাপিত ধরার পরাণ জুড়াতে।
মনের সুখেতে ডাহুকী গাহিল,
কদম্বের বন কুসুমে সাজিল,
পূবালি বাতাসে কেতকী সুবাসে
বনানীর প্রাণ উঠিল মেতে ॥

কীর্ত্তন (১৪৪)

ওহে প্রিয় বরণীয় অন্তরতম স্বামি !
তুমি যে সবার প্রীতির আধার সতত দিবস যামি।
তাই যোগিগণ ধ্যানে থাকে রত ভক্তগণ করে পূজা অবিরত,
তাদের অন্তরে বিরাজ কর স্বরগ হইতে নামি।
তোমার প্রীতির পরশ তরে তোমারে সতত ডাকি,
তুমি যে প্রভু করুণাময় তাই আশা বুকে রাখি,
গোবিন্দের তাই মনেতে ভরসা মিটিবে তাহার প্রাণের পিপাসা
লভিবে তোমার মধুর সঙ্গ অন্তরে অন্তর্যামী॥

ধূপ (১৪৫)

ধূপের মত সুবাসেতে ভর প্রভু জীবন আমার !
যেন নিজে দহন সহি আনি প্রীতি প্রাণে সবার।
শুধু পরের সুখের তরে বাঁচিয়ে রাখ প্রভু মোরে,
মোর জীবনের উদ্দেশ্য কর কেবল পরের উপকার।
সকল কাজে তুমি কর্ত্তা আমি কেবল নিমিত্ত,
তুমি প্রভু তুমি স্বামী আমি আজ্ঞাবাহী ভৃত্য,
জীবনের কাজ শেষ হলে মিশিব তোমার চরণ তলে,
তবে যদি ইচ্ছা কর ফিরে আসিব আমি আবার॥

আনন্দী (১৪৬)

(তুমি) আনন্দ সাগর মাঝে মোরে ডুবালে !
হৃদয়ের দুঃখ ব্যথা সব ধুয়ে দিলে।
অন্তরের যত শূন্য তুমি করে দিলে পূর্ণ
নয়নের অশ্রুজল মোর শুকালে।

সান্ত্বনার কোলে মোরে ধরিয়া আছ,
চারিদিকে সদা মোরে ঘিরে রয়েছ,
আমার বলি যাহা ছিল সব বুঝি ভেসে গেল,
তোমার অসীম মাঝে মোরে আনিলে ॥

পলাশী (১৪৭)

সুনীল গগণে ফুটিয়া উঠেছে অসংখ্য গ্রহতারা,
ধরণীর বুকে হাসিতেছে সুখে বনানী কুসুমে ভরা।
মলম সমীর ধীরে বহিতেছে কুসুম সুবাস ভাসিয়া আসিছে,
মনে হইতেছে যেন ঝরিতেছে চারিদিকে শান্তিধারা।
বিভাবরী যেন আঁচল ভরিয়া কাহার করুণা আনে,
সান্ত্বনা পরশ বুলায়ে দিতেছে ক্লিষ্ট অবসন্ন প্রাণে,
কে বুঝি তাহার মধুময় কোলে ধীরে ধীরে মোরে লইতেছে তুলে,
আনিছে গোপনে আমার নয়নে সুখনিদ্রা দুঃখহরা ॥

বসন্ত বাহার (১৪৮)

বসন্ত এসেছে ফিরে আবার ধরায়!
কাননে ফুটেছে ফুল গুঞ্জরিছে অলিকুল,
পুলক হিল্লালে তাই বহিছে মলয়া বায়।
কতই বসন্ত এলো কতই কাটিল, কতই ফুটিল ফুল পাখী গাহিল,
কেবল এলো না ফিরে আমার হৃদয় পুরে,
সে মধু বসন্ত যার আছি প্রতীক্ষায়।
কোথায় রয়েছে সেই বরণীয় প্রিয়,
যাহার মিলন সুধা এতো রমণীয়,
কখন পরশ তার মিলিবে প্রাণে আমার,
ভরিবে হৃদয় মোর প্রীতি সুষমায় ॥

ভূপালী (১৪৯)

আমার হৃদি মাঝে কতই বাসনা রয়,
কত ভুল ভ্রান্তি দ্বিধা সংশয়।
সে সব সরায়ে তুমি বস আসি অন্তর্যামী,
হইবে তোমার সাথে মোর পরিচয়।
সেখানে দুজনে মোরা বসিয়া রব নিরালা,
কাটাইয়া দিব মোর জীবনের সারা বেলা,
মরণ আসিয়া যবে দুয়ারে আঘাত দিবে,
যাইব তোমার সাথে তব ধামে শান্তিময়॥

গারা কানাড়া (১৫০)

উদার বিস্তৃত কর প্রাণের প্রসার,
জ্ঞানের আলোকে ভ'র ঘুচাও মোহ আঁধার।
হিংসা দ্বেষ ভেদভাব অসৌজন্য অসদ্ভাব,
রেখ না তাদের স্থান হৃদয়েতে আর।
সাম্য মৈত্রী করুণায় অন্তর ভরিয়া রাখ,
সকলের দুঃখ নাশে সতত সচেষ্ট থাক,
সবারে আপন কর কেহ নাহি বিশ্বে পর,
এক আত্মা রহিয়াছে অন্তরে সবার॥

দরবারী কানাড়া (১৫১)

শুধু গভীর রাতে আসি দেখা দাও,
দিনের আলোকে কোথায় লুকাও?
দিনের কোলাহল লাগে না বুঝি ভাল,
নীরব রাতে তাই চরণ বাড়াও।

বুঝিতে পারি না একি তব খেলা,
দিনের আড়ালে অভিসার লীলা.
স্তব্ধ নিশীথে যবে নিদ্রা মগন সবে,
নয়ন পথে আসি তুমি দাঁড়াও ॥

গজল (১৫২)

আমার মনের গোপন বনে কে এলে তুমি উদাসি!
কোন ফাগুনের উতল হাওয়া কোন শরতের জোৎস্না হাসি।
তোমার রূপের বিমল প্রভায় বনের আঁধার দূরে সরে যায়,
ফুটিয়া উঠে পুলকে সেথা মনের যত কুসুম রাশি।
গাহিয়া উঠে মনের পিক সুমধুর কলতানে,
তোমার মধুর অঙ্গ সৌরভ প্রাণের বায়ু বহিয়া আনে,
কে তুমি এলে ওগো অতিথি লও আমার প্রাণের প্রীতি,
থাক হয়ে আমার সাথী আমার কাছে অহর্নিশি ॥

আহীর ভৈরব (১৫৩)

যাইব প্রভাতে মোরা মধু বনেতে।
সেথা শ্যামরায় বাঁশরী বাজায়,
নিকুঞ্জের মাঝে আপন মনেতে।
নয়ন ভরিয়া তাহারে হেরিব,
কুসুমের মালা গলাতে পরাব,
সকলে মিলিয়া তাহারে ঘিরিয়া,
নাচিব গাহিব মনের সুখেতে।
নূপুর নিক্কণে নিকুঞ্জ ভরিবে,
নীপশাখে পিক কূজন ধরিবে,
দূরে যমুনাতে উজান স্রোতেতে,
নাচিবে লহরী সুরের ছন্দেতে ॥

দেব গান্ধার (১৫৪)

জানিনা কেন তারে দূরেতে রাখি।
সে যে গো আমার অতি আপনার এ কথা কেমনে ভুলিয়া থাকি।
সে কিন্তু আমারে ভুলিতে পারে না, আমার দুয়ারে করে আনাগোনা,
আমি তবু হায়, দেখি না তাহায়, নিকটে আসিলে ফিরাই আঁখি।
কতদিনে মোর এ ভুল ভাঙ্গিবে, তার প্রেমে মোর হৃদয় গলিবে,
আসিলে এবার, দুয়ারে আমার, যতনে আনিব ঘরেতে ডাকি॥

ভৈরবী টোড়ী (১৫৫)

কি খেলায় রেখেছ প্রভু আমারে সতত ধরে?
পারি না খেলিতে আর দাও খেলা শেষ করে।
কত যুগ যুগ ধরে রেখেছ এ খেলাঘরে,
কোথা আছে ইহার শেষ বুঝি না আমি অন্তরে।
ঘুচাও এ খেলা মায়া, নিশ্চিন্ত মনেতে থাকি,
দেখি এই খেলা তব খেলার বাহিরে থাকি,
কি বিচিত্র তব লীলা বসায়ে বিশ্বের মেলা,
বাঁধিয়া রেখেছ তারে কি মোহিনী মায়া ডোরে॥

জৌনপুরী টোড়ী (১৫৬)

দেবতা মন্দিরে কেন তাহার না দেখা পাই?
ভক্তিহীন বুঝি পূজা, বিগ্রহেতে প্রাণ নাই।
কেবল চাল কলা দিয়ে নৈবেদ্য রাখি সাজায়ে,
গোটা কত মন্ত্র পড়ি পূজা শেষ করিতে চাই।
মনেতে কামনা ভরা নাহি ভক্তি শ্রদ্ধার লেশ,
এইরূপে করিতেছি দেবতার পূজা বেশ,
মন্দিরে দেবতা তাই খুঁজিয়া কোথা না পাই,
না থাকিলে ভক্তি শ্রদ্ধা দেবতার সেথা নাহি ঠাঁই॥

সিন্ধুড়া (১৫৭)

চলেছে জীবন স্রোত মিলিতে শান্তির নীরে !
বাসনা কামনা গুলি পথ আগুলিয়া ধরে ।
ভোগের সমাপ্তি যেথা কি করিবে তারা সেথা,
তাই পথ মাঝে তারা অনিষ্ট সঙ্কল্প করে ।
অতি সাবধানে মোরে এখন চলিতে হবে,
তাদের যতন করি দূরেতে রাখিতে হবে,
যখন তীরে আসিব তখন নিশ্চিন্ত হব,
একে একে তারা সবে তখন পড়িবে সরে ॥

মারু বেহাগ (১৫৮)

আর কেন মন বৃথায় কাটাইছ কাল মিথ্যা খেলায় ?
জীবনের দিন ফুরায়ে আসিল অস্তাচল পথে আয়ু সূর্য্য যায় ।
এখন যে টুকু রয়েছে সময় পাথেয় তোমার কর সঞ্চয়,
যাহার বলেতে শেষের পথেতে হইবে না তুমি দীন অসহায় ।
যিনি জীবনের মরণের সাথী তাঁহার পানে ফিরে তাকাও,
কাতর প্রাণেতে তাহার কাছেতে করুণার ভিক্ষা সতত চাও,
তাহার করুণা যখন পাইবে অনায়াসে তুমি পরপারে যাবে,
বারে বারে আর ফিরে না আসিবে দুঃখভরা এই সংসার মেলায়॥

কীর্ত্তনাঙ্গ (১৫৯)

(প্রভু) তোমার পথে বাহির হয়েছি ।
বাঁশীর সুরে ডেকেছ মোরে সে ডাক আমি শুনেছি ।
এখন তোমার প্রীতির টানে চলেছি নাথ তোমার পানে,
কে আর মোরে রাখিবে ধোরে সকল বাঁধন খুলে ফেলেছি ।

এখন শুধু মনেতে সাধ কত শীঘ্র তোমার কাছে যাই,
(মনে ভয় পাছে পথ হারাই ঠিকানা জানা নাই)
সেখানেতে গিয়া কখন তোমারে দেখিতে পাই।
এখন তোমার প্রেমের আলো করেছে পথ সমুজ্জ্বল,
গোবিন্দ বলে ভয় নাই পথের সন্ধান দেখিতে পেয়েছি ॥

ভজন (১৬০)

জয় নারায়ণ পতিত পাবন ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী !
জনার্দ্দন হরি শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী।
দেবর্ষি নারদ তব গুণ গায় করুণার রসে আর্দ্র তব কায়,
সেই কৃপারসে নামিল হরষে ধরাতে জাহ্নবী বারি।
উদ্ধার করিল সে পূত সলিলা সাগর সন্তান গণে,
তাহার পরশে তরিয়া যাইল মহা পাপী অগননে,
তোমার কৃপার সীমা আছে কোথা সারাটি বিশ্বে জিজ্ঞাসে সে কথা,
তুমি সকলের মুক্তিদাতা সকল কলুষহারী ॥

কীর্ত্তন ভৈরবী (১৬১)

(শুধু) গানের খেলা দিয়ে সখা রেখনা ভুলায়ে মোরে,
পাই যেন তোমার দেখা আমার হৃদি মন্দিরে।
যেন মিথ্যা কল্পনায় দিন আমার কেটে না যায়,
তোমার ধ্যানে চিন্তায় রেখ মোরে মগন করে।
তোমার স্মৃতির আলোক পথে চলি যেন তোমার সাথে,
ডুবায়ে রেখ না মোরে বিস্মৃতির আঁধার ঘোরে।
যেন তোমার ছবি সখা থাকে আমার প্রাণে আঁকা,
শুনি সদা তোমার বাণী মনের কর্ণকুহরে।

যত দিন থাকিব ধরায় থাকি যেন তোমার সেবায়;
অন্তিমেতে মিশে যাই তোমার পায় চিরতরে।
গোবিন্দের প্রাণের ভরসা তোমার অসীম ভালবাসা,
তোমার করুণা তার রক্ষাকবচ এ সংসারে॥

বেহাগ (১৬২)

আমার কল্যাণ গাথা গীত উপহার
যতনে রাখিনু মাগো চরণে তোমার।
ধূলা লয়ে খেলে শিশু মনের সুখেতে।
খাও বলে তুলে দেয় মায়ের হাতেতে,
শিশুর সে ধূলিগুলি মা লয় যতনে তুলি,
তাহাতেই পায় শিশু আনন্দ অপার।
আমিও অবোধ মাতঃ কিছু নাহি জানি,
চরণে দিলাম তুলি যাহা ভাল মানি,
যদিও অতীব তুচ্ছ মোর উপহার,
তুমি যে মমতাময়ী জননী আমার,
আমার এই গান গুলি যদি লহ পায়ে তুলি,
ধন্য হইবে মাগো জীবন আমার॥